POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ
وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ
تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○ (سورۃ البقرہ :111)

'এবং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য যে কোন উত্তম কাজ অগ্রে প্রেরণ করিবে, উহা তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট পাইবে, তোমরা যাহা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ উহার সর্বদ্রষ্টা।

(আল-বাকারা: ১১১)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 10

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 8 ই মার্চ, 2018 19 জামাদিস সানি 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

আমি আমার চমক দেখাইব। আমি আমার শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তোমাকে উঠাইব। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে। পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাহার সত্যতার প্রকাশ করিবেন।

খোদা কেবল স্বীয় শক্তি প্রদর্শনের দ্বারা এই জামাতকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। অন্যথা এত শক্তিশালী বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও ইহা একটি অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

১১১ নং নিদর্শনঃ ইহা বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ একটি ভবিষ্যদ্বাণী। ভবিষ্যদ্বাণীটি হইল- ' আমি আমার চমক দেখাইব। আমি আমার শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তোমাকে উঠাইব। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে। পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাহার সত্যতার প্রকাশ করিবেন।" এই ভবিষ্যদ্বাণী ২৫ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। ইহা ঐ যুগের ভবিষ্যদ্বাণী যখন আমি কিছুই ছিলাম না। এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, বাহিরের ও ভিতরে কঠোর বিরুদ্ধাচরণের দরুনএই সিলসিলা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এমন কোন বাহ্যিক আশা থাকিবে না। কিন্তু খোদা নিজের চমকপ্রদ নিদর্শনাবলীর দ্বারা জগদ্বাসীকে এই দিকে টানিয়ে আনিবেন এবং আমার সত্যায়নের জন্য পরাক্রমশালী আক্রমণ প্রদর্শন করিবেন। বস্তুতঃ এ সকল আক্রমণের মধ্যে একটি হইল প্লেগ। ইহার সম্পর্কে দীর্ঘকাল পূর্বে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। এই সকল আক্রমণের মধ্যে ভূমিকম্প অন্তর্ভুক্ত। ইহা পৃথিবীতে আসিতেছে। জানি না আর কি কি আক্রমণ হইবে। ইহাতে কি সন্দেহ আছে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটির বর্ণনা অনুযায়ি খোদা কেবল স্বীয় শক্তি প্রদর্শনের দ্বারা এই জামাতকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। অন্যথা এত শক্তিশালী বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও এত শীঘ্র কয়েক লক্ষ মানুষ আমার শিষ্য হওয়া একটি অসম্ভব ব্যাপার ছিল। বিরুদ্ধবাদীরা অনেক চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু খোদা ত'লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের কিছুই করার সাধ্য হয় নাই।

১১২ নং নিদর্শনঃ গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত বাটালা তহসীলে আমাদের একটি মোকাদ্দমা ছিল। ইহা ছিল আমাদের কয়েকজন উত্তারাধিকারীর বিরুদ্ধে। আমাকে স্বপ্নে বলা হইল যে, এই মোকাদ্দমায় ডিক্রি হইবে। আমি কয়েক ব্যক্তির নিকট ঐ স্বপ্ন বর্ণনা করিলাম। তাহাদের মধ্যে একজন হিন্দুও ছিল। সে আমার নিকট আসা-যাওয়া করিত। তাহার নাম শরমপত। সে জীবিত আছে। তাহার নিটও আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করিয়াছিলাম যে, এই মোকাদ্দমায় আমরা জয়ী হইব। ইহার পর এইরূপ ঘটনা ঘটিল যে, যেদিন এই মোকাদ্দমার রায় শুনানোর কথা ছিল ঐ দিন আমাদের পক্ষ হইতে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইল না এবং দ্বিতীয় পক্ষের সম্ভবতঃ ১৫ হইতে ১৬জন ব্যক্তি উপস্থিত হইল। আসরের সময় তাহারা সকলে ফিরিয়া বাজারে বর্ণনা করিল যে, মোকদ্দমা খারিজ হইয়া গিয়াছে। তখন ঐ ব্যক্তিই আমার নিকট দৌড়াইয়া আসিল এবং বিদ্রূপাত্মভাবে বলিল, দেখুন সাহেব, আপনাদের মোকদ্দমা খারিজ হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, কে বর্ণনা করিয়াছে। সে উত্তর দিল সব বিবাদী ফিরিয়া আসিয়াছে এবং বাজারে বলাবলি করিতেছে। ইহা শুনামাত্রই আমি বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। কেননা, সংবাদদাতারা পনের জন ব্যক্তির কম ছিল না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মুসলমান এবং কেহ কেহ হিন্দু ছিল। তখন আমার কত দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা হইল তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঐ হিন্দু তো হৃষ্টচিত্তে বাজারের দিকে চলিয়া গেল, যেন ইসলামের উপর আক্রমণ করার তাহার একটি সুযোগ ঘটিল। কিন্তু আমার যে অবস্থা হইল বর্ণনা করা শক্তির বাহিরে। আসরের সময় ছিল। আমি মসজিদের এক কোণায় বসিয়া পড়িলাম। এই কথা ভাবিয়া আমার হৃদয় ভয়ঙ্কর অস্থির ছিল যে, এখন এই হিন্দু সদা সর্বদা এই কথা বলিতে থাকিবে যে, কত দাবীর সহিত ডিক্রি হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল এখন তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল। এই সময় অদৃশ্য হইতে একটি আওয়াজ গুঞ্জরিত হইয়া আসিল। ঐ আওয়াজ এত উচ্চ ছিল যে, আমি মনে করিলাম বাহির হইতে কোন ব্যক্তি আওয়াজ দিয়াছে। আওয়াজের এই শব্দ ছিল ' ডিক্রি হইয়া গিয়াছে। মুসলামান আছো। ' অর্থাৎ তুমি কি বিশ্বাস কর না? তখন আমি উঠিয়া মসজিদের চতুর্দিকে দেখিলাম। কিন্তু কোন মানুষ দেখিতে পাইলাম না। তখন আমার বিশ্বাস হইয়া গেল ইহা ফেরেশতার আওয়াজ। আমি তখনই ঐ হিন্দুকে ডাকিলাম এবং ফিরিশতার আওয়াজ সম্পর্কে তাহাকে অবগত করিলাম। কিন্তু তাহার বিশ্বাস হইল না। প্রত্যুষে আমি নিজেই বাটালা তহসীলে গেলাম। হাফেয হেদায়াত আলী নামে এক ব্যক্তি তহসীলদার ছিল। সে তখনো তহসীলে আসে নাই। তাহার পেশকার মথুরা দাস নামে এক হিন্দু উপস্থিত ছিল। আমি তাহাদেরক জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমাদের মোকাদ্দমা কি খারিজ হইয়া গিয়াছে? সে বলিল, না বরং ডিক্রি হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, বিবাদী পক্ষ কাদিয়ানে গিয়া গুজব রটাইয়া দিয়াছে যে, মোকদ্দমা খারিজ হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, ' একদিক হইতে তাহারাও সত্য বলিয়াছে। ঘটনা হইল এই যে, যখন তহসীলদার রায় লিখিতেছিলেন তখন আমি একটি জরুরী প্রয়োজনে তাহার নিকট হইতে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম। তহসীলদার নতুন ছিলেন। তিনি মোকদ্দমার অগ্রপশ্চাৎ জানিতেন না। বিবাদী পক্ষ তাহার নিকট একটি রায় পেশ করিল, যাহাতে উত্তরাধিকারী বিপক্ষ দলকে মালিকের বিনা অনুমতিতে নিজ নিজ জমি হইতে গাছ কাটার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। তহসীলদার এই রায় দেখিয়া মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। যখন আমি ফিরিয়া আসিলাম তখন তহসীলদার ঐ রায় আমাকে দিয়া বলেন, ইহা নথিভুক্ত কর। যখন উহা আমি পড়িলাম তখন আমি তহসীলদারকে বলিলাম, ইহাতো আপনি বড় ভুল করিয়াছেন। কেননা, যে রায়ের ভিত্তিতে আপনি এই আদেশ লিখিয়াছেন উহা তো আপিল বিভাগ হইতে বাতিল হইয়া গিয়াছে। বিবাদী পক্ষ ছল চাতুরীর দ্বারা আপনাকে প্রতারিত করিয়াছে। আমি তখনই আপিল বিভাগের রায়, যাহা নথিভুক্ত ছিল, তাহা তাহাকে দেখাইয়া দিলাম। তহসীরদার তৎক্ষণাৎ তাহার পূর্বের রায় ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং ডিক্রি করিয়া দিলেন।' ইহা এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যাহার সাক্ষী একদল হিন্দু ও কয়েকজন মুসলমান। ঐ শরমপত ইহার সাক্ষী, যে অত্যন্ত আনন্দের সহিত এই সংবাদ লইয়া আমার নিকট আসিয়াছিল যে, মোকদ্দমা খারিজ হইয়া গিয়াছে। অতএব সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র। খোদার কাজ অদ্ভুত কুদরত দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর সকল গুরুত্ব ইহাতে নিহিত আছে যে, আমাদের পক্ষ হইতে কেহ উপস্থিত হয় নাই এবং তহসীলদার বিবাদী পক্ষকে ভুল রায় শুনাইয়া দিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই সব কিছু খোদা করিয়াছেন। যদি এইরূপ না হইত তবে ভবিষ্যদ্বাণীতে কখনো এই বিশেষ মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সৃষ্টি হইত না। .

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ২৭২)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৭ সালের যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর কর্মব্যস্ততার বিবরণ

পরিণাম তৈরী করে দেখানো মুবাল্লিগদের কাজ।
মুরুব্বীদের উচিত নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা নিজেরাই তৈরী করা।

মুবাল্লিগীনদেরকে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অমূল্য উপদেশাবলী

বিভিন্ন বিভাগের সেক্রেটারীরা যে প্রোগ্রাম তৈরী করে, তার যথারীতিএকটি বার্ষিক সূচি থাকা উচিত। মুরুব্বীদের স্মরণে থাকা উচিত যে, কোন কোন্ দিন কি কি অনুষ্ঠান রয়েছে এবং কোন অনুষ্ঠানে তাদেরকে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া আপনাদের যে নামায সেন্টার বা মসজিদ রয়েছে সেগুলি পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের জন্য খোলা থাকা বাঞ্ছনীয়।

যা কিছু তরবীয়ত সংক্রান্ত বিষয়াদি রয়েছে, সে সম্পর্কে তরবীয়ত সেক্রেটারীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং তাদের সঙ্গে মিলে জামাতের সদস্যদের তরবীয়তের বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

পরিণাম তৈরী করে দেখানো মুবাল্লিগদের কাজ। আপনাদের কাজ হল তবলীগ ও তরবীয়তের কাজ করা। কিভাবে করবেন তা আপনারা ঠিক করবেন। পরিস্থিতি সামনে রেখে নিজেদের প্রোগ্রাম তৈরী করুন।

আপনারা যখন দুটি পরিবারের মধ্যে মীমাংসা করবেন বা বিবাদ মেটাবেন, তখন কোন পক্ষ অবলম্বন করবেন না। কোন ধরণের পক্ষপাতিত্ব করবেন না।

যে সমস্ত জামাতের পদাধিকারীরা রয়েছেন, তাদের সঙ্গে বসে সমস্যার সমাধান সূত্র বের করুন। প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতি অবলম্বন করুন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগকে আবশ্যকীয়তার কথা বলুন।

আপনাদের সমস্ত মসজিদ পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের সময় খোলা থাকা উচিত। লোক আসুক বা না আসুক; কিন্তু মসজিদ খোলা থাকা উচিত। মানুষকে বলুন যে, পাঁচ বেলা নামাযের সময় মসজিদ খোলা থাকে।

জামাতের ব্যবস্থাপনাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা আপনার দায়িত্ব। আর সকলের মধ্যে এই অনুভুতি তৈরী করা দরকার যে, আপনি তাদের জন্য সমবেদনা রাখেন। তাদের প্রতি মায়ের মত মমতাময়ী এবং পিতার মত স্নেহশীল হয়ে কাজ করতে হবে।

রিপোট: আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন
অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম

৫ ই আগস্ট, ২০১৭

আজকের প্রোগ্রাম অনুযায়ী বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, কঙ্গো কানসাসা, কম্বোডিয়া, ইতালি, গ্যাম্বিয়া, মিসর, ইউগান্ডা, জিম্বাবোয়ে এবং ঘানা থেকে আগত অতিথিদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত অনুষ্ঠান ছিল। বেলা ১১টা ৫ মিনিটে এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

বলিভিয়ার প্রতিনিধি দল

বলিভিয়া থেকে এবছর আসেন সেখানকার খ্যাতনামা পত্রিকা EI Deber এর প্রধান সম্পাদক কার্লোস জ্যামি ওরিয়াস আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেখানকার মুবাল্লিগ আতাউল গালিব সাহেব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ভদ্রলোককে জলসা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, যার উত্তরে তিনি বলেন, জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। এটি আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল। এত বিশাল জনসমাবেশে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা বা অব্যবস্থা হল না, এমনটি আমি পূর্বে কখনো দেখি নি।

সাংবাদিক হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমার পরিবারে রয়েছে স্ত্রী ও দুই ছেলে। দুই ছেলেরই বিয়ে হয়েছে। আমার পৌত্রও রয়েছে। খাওয়া বা চা-নাস্তা ইত্যাদির সময় তাদের সঙ্গে দেখা হয়। রাত্রেরও তাদের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। কিছুটা সময় পরিবারের সঙ্গে অতিবাহিত করি।

শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এটি একটি দীর্ঘ ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আমি বিভিন্ন মঞ্চে নিজের ভাষণে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। অনুরূপভাবে শীর্ষ নেতা এবং শাসক বর্গের সঙ্গে সাক্ষাত হলে আমি তাদেরকে এবিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমি বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নেতাদের উদ্দেশ্যে পত্রও লিখেছি। জামাত সর্বস্তরে নিজের পক্ষ থেকে চেষ্টা করছে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইসলাম সর্বশেষ এবং স্থায়ী ধর্ম। এই কারণেও সমস্ত ধর্ম ইসলামের বিরোধীতা করে যে, ইসলামের দাবি হল এটি সর্বশেষ এবং সম্পূর্ণ ধর্ম আর সমস্ত ধর্ম অবশেষে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এটিই একমাত্র ধর্মরূপে অবশিষ্ট থাকবে।

জিহাদ প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বর্তমানে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কোন দেশ অস্ত্র ধারণ করছে না। যে সমস্ত যুদ্ধই হচ্ছে, তা সবই রাজনৈতিক। মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শেষ যুগে একজন সংস্কারক আসবেন এবং তাঁর যুগে তরবারির যুদ্ধের অবসান হবে। ধর্মীয় যুদ্ধ হবে না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতাই হলেন সেই সংস্কারক, যিনি নবী করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এসেছেন। তিনি (আ.) ঘোষণা করেছেন যে, বর্তমান যুগে কেউ আর ইসলামের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করছে না, অতএব তরবারির জিহাদ আর নয়, এটি হল কলমের জিহাদের যুগ। এখন ইসলামের বিরুদ্ধে পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে আক্রমণ করা হচ্ছে। এর উত্তরও অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বনে দেওয়াই কাম্য। অর্থাৎ পুস্তক-পুস্তিকা বা লেখনী মাধ্যমে। অতএব, বর্তমান যুগে জামাত আহমদীয়া পুস্তক-পুস্তিকা, ইলেকট্রনিক ও সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থিত আপত্তিসমূহের উত্তর দিচ্ছে।

আহমদী মহিলাদের বিষয়ে সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলে হুযুর আনোয়ার (আই.) তার উত্তরে বলেন: আহমদী মহিলারা আমাদের পুরুষদের তুলনায় বেশি শিক্ষিত। সংখ্যার বিচারে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা বেশি শিক্ষিত।

সাংবাদিক মি. কার্লোস জ্যামি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জামাত আহমদীয়ার যে বিষয়টি আমাকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে সেটি হল শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জামাতের উদ্যম ও প্রচেষ্টা। এটি এমন একটি বাণী যা আজকের যুগে অত্যন্ত জরুরী বিষয়। অনুরূপভাবে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মানুষকে যেভাবে জামাত আহমদীয়া ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষার উপর একত্রিত করার বাসনা রাখে, সেটিও প্রশংসার দাবি রাখে।

অনুরূপভাবে এবিষয়টিও আমার জন্য আশ্চর্যজনক যে, এমন সুবিশাল ব্যবস্থাপনা কেবল স্বেচ্ছাসেবীদের সাহায্যে পরিচালিত হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, কাজ যতই জটিল হোক না কেন, তা ঈমান, নিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থ পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত হতে পারে।

জামাত আহমদীয়ার ইমাম মহিলা ও পুরুষদের অধিকার এবং কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে যে বক্তব্য প্রদান করেছেন, তা আমার অনেক সংশয় দূর করেছে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে মহিলা ও পুরুষদের বিষয়ে ইসলামী শিক্ষার প্রজ্ঞা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আহমদী মহিলাদের উচ্চ পর্যায়ের সফলতাও এক সুখকর বিষয়

এরপর আটের পাতায়.....

জুমআর খুতবা

সূরা মুমেনীনের প্রারম্ভিক চারটি আয়াত এবং আয়াতাল কুরসী সকাল-সন্ধ্যা পাঠকারীদের জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর সেই সুসংবাদের উল্লেখ যে, এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার নিরাপত্তার বেষ্টনীতে আশ্রয় পাবে।

কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে এই আয়াতগুলির তত্ত্ব-জ্ঞান সমৃদ্ধ ব্যাখ্যা এবং এর আলোকে জামাতের সদস্যবর্গকে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী।

নবী করীম (সা.) যে আয়াতগুলি পাঠ করার উপদেশ দিয়েছেন, সেগুলি কেবল পাঠ করলেই কিছু অর্জিত হতে পারে না, বরং নিজেদের কর্মগত অবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। এই আয়াত সমূহে উল্লিখিত আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর বিষয়ে গূঢ় তত্ত্বের বর্ণনা এবং ঐশী গুণাবলীর কল্যাণ অর্জন করার উপায়ের বিষয়ে পথ-প্রদর্শন।

তওবা, ইসতেগফার এবং শিফায়াত (সুপারিশ)-এর বিষয়ে বিজ্ঞতাপূর্ণ বর্ণনা।

এই আয়াতগুলি কেবল পাঠ করাই যথেষ্ট নয় বরং এর বিষয়বস্তু প্রণিধান করে সেসব পথ অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে, সেসব জ্ঞান এবং বুৎপত্তি অর্জনেরও আবশ্যকতা রয়েছে যা এসব আয়াত সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন। আর কুরআনও একাধিক জায়গায় এর বিশদ ব্যাখ্যা করেছে। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পরিষ্কারভাবে তা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যদি এসব কিছু করা হয় তাহলে মানুষ খোদা তা'লার কৃপায় তাঁর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই শিক্ষা অনুসারে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন।

শ্রদ্ধেয় প্রফেসর আব্দুল কাদির সাহেবের (নওয়াবাশা) স্ত্রী আবেদা বেগম সাহেবার মৃত্যু। মরহুমার প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২রা ফেব্রুয়ারী , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (২৬ তবলীগ , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ্ পাঠ করেন:

حٰمٓ ○ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○ (المؤمن:2تا4)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○ (البقرة:256)

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, আল্লাহ্ তা'লার নামে যিনি অশেষ দয়াশীল, অযাচিত দানকারী, বার বার দয়াকারী। তিনি হামীদ এবং মাজীদ অর্থাৎ প্রশংসার অধিকারীও মর্যাদার অধিকারী। এ কিতাবের অবতরণ হয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, যিনি মহা পরাক্রমশালী ও পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, পাপ ক্ষমাকারী, তওবা গ্রহণকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং পরম দানশীল ও প্রাচুর্যের অধিকারী। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন। (আল-মোমেন: ২-৪)

দ্বিতীয় আয়াত হলো আয়াতুল কুরসী। এর অনুবাদ হলো, আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব এবং চিরস্থায়ী। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সব তাঁরই। তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কে শাফায়াত করতে পারে। তাদের সামনে ও পশ্চাতে যা আছে তা তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না কেবল ততটা ব্যতীত যতটা তিনি চান। তাঁর রাজত্ব আকাশ এবং পৃথিবীময় বিস্তৃত। এই উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি মহা মর্যাদাবান ও মহামহিমান্বিত। (আল-বাকারা: ২৫৬)

এই আয়াতগুলোর মাঝে বিসমিল্লাহ্ সহ প্রথম চারটি আয়াত সূরা মু'মিনের। আর অপর একটি আয়াত, যেভাবে বলেছি, আয়াতুল কুরসী। এটি সূরা বাকারার আয়াত। এই আয়াতগুলোতে খোদা তা'লার কিছু গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য তুলে ধরা হয়েছে। এই আয়াতগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে মহানবী (সা.) এর উক্তি বিদ্যমান রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রভাতে সূরা মু'মিনের 'হা-মীম' থেকে আরম্ভ করে 'ইলাইহিল মাসীর' পর্যন্ত পাঠ করে, আর একইসাথে আয়াতুল কুরসীও পড়ে, তো এই উভয়ের মাধ্যমে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার নিরাপত্তার বিধান করা হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় এই উভয়টি পড়ে, তো এর মাধ্যমে সকাল পর্যন্ত তার নিরাপত্তা করা হবে।

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াব ফাযায়েলুল কুরআন)

'হা-মিম' সূরা মু'মিনের দ্বিতীয় আয়াত। প্রথম আয়াত হলো বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। রহমান এবং রহীমের অর্থ অনুবাদ এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল। এরপর রয়েছে 'হা-মীম' যা হুরুফে মুকাত্তাআত এর অন্তর্ভুক্ত। এই যে বলা হয়েছে 'হা-মীম' এটি হামীদ এবং মাজীদ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। হামীদ শব্দের অর্থ হলো সেই সত্তা যিনি প্রশংসার যোগ্য। আর সত্যিকার প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। আল্লাহ্ তা'লাই প্রশংসার অধিকারী সত্তা। হামদ শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

" স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, সেই প্রশংসাকে হামদ বলা হয় যা কোন প্রশংসনীয় ব্যক্তির ভালো কাজের জন্য করা হয়। এছাড়া এমন পুরস্কারদাতার প্রশংসার নাম যিনি স্বেচ্ছায় পুরস্কৃত করেছেন এবং নিজের ইচ্ছানুরূপ অনুগ্রহ করেছেন। তিনি আরো বলেন, হামদ বা প্রশংসা শব্দের বাস্তবতার নিরিখে যথাযথ প্রশংসা কেবল তারই প্রাপ্য যিনি সকল জ্যোতিঃ ও কল্যাণের উৎস এবং যিনি অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে (অর্থাৎ নিজ ইচ্ছায়) কারো ওপর অনুগ্রহ করেন, অজান্তে বা বাধ্য হয়ে নয়। প্রশংসা তারই করা হয় বা সত্যিকার প্রশংসা তারই প্রাপ্য, যিনি কোন কারণে বাধ্য হয়ে অনুগ্রহ করেন না, বরং অপরিমেয় হারে অনুগ্রহ করা অব্যাহত রাখেন। তিনি বলেন, প্রশংসার এই অর্থ কেবল সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা খোদা তা'লার পবিত্র সত্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর তিনিই অনুগ্রহশীল এবং সূচনা ও সমাপ্তিতে সকল অনুগ্রহ তাঁরই পক্ষ থেকে। আরএ পৃথিবীতেও এবং পরকালেও সকল প্রশংসা তাঁরই। এছাড়া তিনি ব্যতীত অন্যদের জন্য কৃত সকল প্রশংসার প্রত্যাবর্তন স্থলও তিনিই। "

(এজাজুল মসীহ, পৃষ্ঠা: ৯৭)

অর্থাৎ যদি খোদা ছাড়া অন্য কারো প্রশংসা করা হয়, তাহলে সেই প্রশংসাও আল্লাহ্ তা'লারই কল্যাণেই, কেননা তিনিই তাদেরকে প্রশংসার যোগ্য করেছেন বা তাদেরকে কোন প্রশংসনীয় কাজ করার যোগ্যতা দিয়েছেন। আল্লাহ্তা'লাই তাদেরকে এমন কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন, যে কারণে তারা প্রশংসার যোগ্য হয়েছে।

হামদ শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) আরো বলেন, 'কোন ক্ষমতাবান বা কর্তৃত্বের অধিকারী সৎ ব্যক্তির ভালো কাজে তার মাহাত্ম্য ও সম্মান প্রকাশের

উদ্দেশ্যে মৌখিক প্রশংসাকে হামদ বলা হয়। আর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা মহাপ্রতাপান্বিত খোদার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং স্বল্প হোক বা বেশি, সকল প্রকার প্রশংসার প্রত্যাবর্তনস্থল হলেন আমাদের সেই প্রভু প্রতিপালক, যিনি পথ ভ্রষ্টদের পথ-প্রদর্শনকারী ও হীনদের সম্মান দানকারী। তিনি প্রশংসিতদের দ্বারা প্রশংসিত। (কিরামাতুস সাদেকীন, পৃষ্ঠা: ১৩৭)

অর্থাৎ যারা নিজেরা প্রশংসার যোগ্য বা প্রশংসনীয় তারা সবাই তাঁর প্রশংসায় রত। পুনরায় এই হামদ শব্দেরই ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) আরো বলেন, 'হামদ শব্দে আরো একটি ইঙ্গিত রয়েছে, আর তা হলো, মহা কল্যাণের আধার আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, হে আমার বান্দাগণ! আমার গুণাবলীর মাধ্যমে আমাকে সনাক্ত কর। আর আমার শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে আমাকে চেন। আমি অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিদের মত নই, বরং আমি চরম অতিরঞ্জনের সাথে প্রশংসাকারীদের প্রশংসার চেয়েও অধিক প্রশংসার মর্যাদা রাখি। আর তোমরা ভূ-মণ্ডল এবং নভোমণ্ডলে এমন কোন প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য পাবে না যা আমার সত্তায় বিদ্যমান নেই। আর আমার প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যাবলীকে তোমরা যদি গণনা করতে চাও তাহলে তোমরা আদৌ তা করতে পারবে না, তোমরা যতই প্রাণান্তকর চিন্তা কর বা কাজে আত্মনিমগ্নদের মতো এ সমস্ত গুণাবলী সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে যতই কষ্ট কর, খুব ভালোভাবে চিন্তা এবং প্রণিধান করে দেখ, এমন কোন প্রশংসা চোখে পড়ে কী, যা আমার সত্তায় পাওয়া যায় না? এমন কোন শ্রেষ্ঠত্বের খবর পাও কী যা আমার কাছ থেকে বা আমার দরবার থেকে দূরে। যদি তোমরা এমনটি মনে করে থাক তাহলে তোমরা আমাকে চিনতেই পার নি,আর তোমরা অন্ধদের অন্তর্ভুক্ত। (অতএব সকল প্রশংসা খোদা তা'লার জন্য শোভনীয়) তিনি বলেন,) বরং নিশ্চয় আমি (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা) আমার প্রশংসনীয় গুণাবলী আর শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমেই আমার পরিচয়। আর আমার মুষলধারে বৃষ্টির কথা জানা যায় আমার কল্যাণরাজির মেঘমালার মাধ্যমে। অতএব যারা আমাকে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণাবলী এবং সকল শ্রেষ্ঠত্বের সমাহার হিসেবে বিশ্বাস করেছে, আর তারা যেখানে যে শ্রেষ্ঠত্বই দেখেছে এবং নিজেদের চিন্তাধারা পরম মার্গে উপনীত অবস্থায় যে প্রতাপই প্রত্যক্ষ করেছে, সেটিকে তারা আমারই সাথে সম্পৃক্ত করেছে। আর সকল মাহাত্ম্য যা তাদের বিবেক, বুদ্ধি এবং দৃষ্টিতে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে এবং সকল কুদরত বা ক্ষমতা যা তারা চিন্তার জগতে খুঁজে পেয়েছে, সেটিকে তারা আমার প্রতিই আরোপ করেছে। অতএব এরা এমন মানুষ যারা আমার তত্ত্বজ্ঞানের পথে পরিচালিত হচ্ছে। সত্য তাদের সাথে রয়েছে আর তারা সফলকাম হবে।

তিনি বলেন, অতএব আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে নিরাপদ রাখুন। উঠ এবং মহাপ্রতাপান্বিত খোদার অনুপম গুণাবলীর সন্ধানে রত হও। আর বুদ্ধিমান বা বিচক্ষণ এবং চিন্তা ও প্রণিধানকারীদের মতো এক্ষেত্রে ভাব আর গভীর দৃষ্টি দাও। কেননা হামদ বা প্রশংসা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান বা ব্যুৎপত্তি লাভ হলেই অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হতে পারে। তিনি বলেন, ভালোভাবে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা কর আর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিটি দিকের ওপর গভীর দৃষ্টিপাত কর। আর এই বিশ্বজগতের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সবকিছুর মাঝে তাঁকে সেভাবে সন্ধান কর, যেভাবে একজন লোভী মানুষ গভীর আগ্রহের সাথে নিজের কামনা বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টায় রত থাকে। খোদার কৃপারাজি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য, তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর জ্ঞান লাভের জন্য , তাঁর প্রশংসার পথ সন্ধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর এবং একজন লোভী মানুষের ন্যায় চেষ্টা কর। তিনি বলেন, অতএব তোমরা যখন তাঁর পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব উদঘাটন করবে আর তাঁর সৌরভ লাভ করবে, তো তোমরা যেন তাঁকেই পেয়ে গেলে। আর এটি এমন একটি রহস্য যা কেবল হিদায়াত সন্ধানীদের সামনেই প্রকাশ পায়। অতএব ইনি হলেন তোমাদের প্রভু প্রতিপালক এবং তোমাদের মনিব যিনি নিজে সম্পূর্ণ, আর সকল উৎকর্ষ গুণাবলী ও প্রশংসাবলীর সমাহার।"

(কিরামাতুস সাদেকীন, পৃষ্ঠা:১৩৫- ১৩৭)

সকল প্রশংসা এবং প্রশংসনীয় দিকগুলো তাঁর সত্তায় সমাবিষ্ট রয়েছে। অতএব খোদা তা'লার প্রশংসনীয় হওয়ার এই জ্ঞান এবং ব্যুৎপত্তি আমাদের অর্জন হওয়া উচিত যেন খোদা তা'লার অন্যান্য গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যাবলীকেও আমরা বুঝতে পারি।

পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, তিনি মাজীদ অর্থাৎ তিনি সম্মানিত এবং বুযুর্গীর আধার। খোদার বুযুর্গী সেই বুযুর্গী নয় যা আমরা কোন মানুষ সম্পর্কে বলে দিই যে, তিনি অত্যন্ত বুযুর্গ বা বয়স্ক লোকদের সম্পর্কেও মানুষ বলে যে, তিনি বুযুর্গ হয়ে গেছেন। বরং খোদার ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো, তিনি পরম প্রশংনীয় এবং সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী যা অন্য কারো লাভ হতে পারে না। তাঁর কল্যাণরাজি অসীম। তিনি দান করেন এবং করতেই থাকেন, আর এ ক্ষেত্রে ক্লান্ত হন না। অতএব এই আয়াত পড়তে গিয়ে খোদার 'মাজীদ' বা সম্মানীয় হওয়ার এই অর্থগুলো সামনে থাকতে হবে। প্রথমে হামদ বা প্রশংসা ও গুণকীর্তনের অর্থ বুঝতে হবে, এরপর 'মাজীদ' হওয়ার অর্থ বুঝতে হবে।

পুনরায় বলা হয়েছে তিনি 'আযীয'। অর্থাৎ তিনি সকল শক্তির আধার। সকল শক্তিধরের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। তিনি অপরাজেয়। তাঁকে পরাজিত করা অসম্ভব। সকল সম্মান তাঁরই। তাঁর গুরুত্ব ও সম্মান অসীম । তিনি অমূল্য। তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি অতুলনীয়। এটি হলো 'আযীয'-এর অর্থ।

এরপর বলা হয়েছে তিনি 'আলীম' অর্থাৎ তিনি সবকিছুর জ্ঞান রাখেন, যা কিছু ঘটে গেছে তারও জ্ঞান রাখেন আর যা কিছু ভবিষ্যতে হবে তারও জ্ঞান রাখেন। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নয়। তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। অতএব ইনি হলেন সেই খোদা, যিনি এই গ্রন্থ অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং যিনি এই শেষ শরীয়ত অবতীর্ণ করেছেন। তিনি এতে সকল যুগের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান সম্ভার সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। আর এখন সকল প্রকার নিরাপত্তা এবং বিজয় এর ওপর প্রকৃত অর্থে আমল করলেই অর্জন হবে এবং হতে পারে।

পুনরায় বলা হয়েছে, তিনি 'গাফেরুয যাম্বে' অর্থাৎ পাপ ক্ষমাকারী। অতএব তাঁর সামনে বিনত হয়ে পাপের ক্ষমা চাওয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন জায়গায় এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন যে,স্বীয় পাপের জন্য সবসময় ক্ষমা চাওয়া উচিত। একবার তিনি বলেন, 'মানুষ যে আলো লাভ করে তা সাময়িক হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে কোন ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক আলো, যা লাভ হয়, তা সাময়িক হয়ে থাকে। সেটিকে স্থায়ীভাবে নিজের সাথে রাখার জন্য ইস্তেগফারের প্রয়োজন হয়। তিনি বলেন, নবীরা যে ইস্তেগফার করেন, তার কারণও এটিই। কেননা তারা এসব বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকেন আর তাদের আশঙ্কা থাকে যে, আলোর যে চাদর আমরা প্রদত্ত হয়েছি কোথাও তা যেন ছিনিয়ে নেওয়া না হয় । তিনি বলেন, ইস্তেগফারের অর্থ এটিই হয়ে থাকে যে, বর্তমানে খোদা থেকে যে জ্যোতিঃ লাভ হয়েছে, তা যেন বিরাজমান থাকে এবং আরো অধিক যেন লাভ হয়। তিনি বলেন, এটি অর্জনের জন্য পাঁচ বেলার নামাযও নির্ধারিত হয়েছে।(নামাযও এরই অংশ,মাগফিরাত লাভের জন্য, সেই নূর বা আলো লাভের জন্য, কেননা নামাযেও মানুষ পাপ থেকে তওবা করে এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চায়।) তিনি বলেন, যেন প্রতিদিন সে প্রাণভরে খোদা তা'লার কাছ থেকে চেয়ে নেয়। যার অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে সে জানে যে, নামায হলো একটি মি'রাজ। আর নামাযের বিগলিত এবং আকুতি মিনতিপূর্ণ দোয়ার মাধ্যমেই সে এসব ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে পারে। "

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৪-১২৫)

অর্থাৎ সকল প্রকার দৈহিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি থেকে পরিত্রাণের জন্য দোয়ার প্রয়োজন এবং দোয়ায় ইস্তেগফারের প্রয়োজন। আর নামাযও এরই অংশ। অতএব মহানবী (সা.) যে এই আয়াত পড়তে বলেছেন, তা শুধু পাঠ করলে কিছু অর্জিত হবে না, বরং ব্যবহারিক অবস্থারও উন্নয়ন আবশ্যক। নিজের ওপর বিশ্লেষনাত্মক দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আমরা কীভাবে ইস্তেগফার করব, কীভাবে আমরা নিজেদের নামাযের সুরক্ষা করতে পারি, যেন এর ফলে আমরাও নিরাপদ থাকতে পারি।

ইস্তেগফারের আরো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, ' ইস্তেগফারের অর্থ হলো আক্ষরিকভাবে কোন পাপ যেন প্রকাশ না পায় আর পাপকর্ম করার শক্তি যেন প্রকাশ না পায়। অর্থাৎ যার ফলে পাপ হতে পারে সেই উপলক্ষ্যই যেন সৃষ্টি না হয় এবং সেই শক্তিই যেন প্রকাশ না পায়। তিনি বলেন, নবীদের ইস্তেগফারেরও স্বরূপ এটিই। নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও ইস্তেগফার তারা এই জন্য করেন যেন ভবিষ্যতে সেই অপশক্তি সামনে না আসে। আর সাধারণের ক্ষেত্রে ইস্তেগফারের আরো অর্থ হবে, অর্থাৎ এক সাধারণ ব্যক্তির জন্য ইস্তেগফারের অর্থ এটিও হবে যে, যে অপরাধ ও পাপ হয়ে গেছে তার কুফল থেকে যেন আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করেন এবং সেসব পাপ ক্ষমা করে দেন আর একই সাথে ভবিষ্যতের পাপ থেকে যেন দূরে রাখেন বা নিরাপদ রাখেন। যাহোক মানুষের জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হলো সবসময় ইস্তেগফারে রত থাকা। এই যে দুর্ভিক্ষ এবং বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদ পৃথিবীতে নাযেল হয়, এর অর্থ বা উদ্দেশ্য এটিই হয়ে থাকে যে, মানুষ যেন ইস্তেগফারে রত হয়। অতএব মানুষ যখন বিপদে নিপতিত হয় অথবা আহমদীরা কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে দোয়া এবং ইস্তেগফারের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি বলেন, ইস্তেগফার বলতে কেবল 'আস্তাগফিরুল্লাহ্ আস্তাগফিরুল্লাহ্' বলাকেই বোঝায় না। সত্যিকার অর্থে

বিদেশী ভাষা হওয়ার কারণে এর প্রকৃত মর্ম দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। আরবরা তো এর মর্ম খুব ভালোভাবে বুঝতো; কিন্তু আমাদের দেশে এটি যেহেতু বিদেশী ভাষা, তাই বহু সত্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে। অনেকেই বলে যে, আমরা এত বার ইস্তেগফার করেছি, শত বার বা হাজার বার তসবীহ্ করেছি। কিন্তু ইস্তেগফারের অর্থ এবং মর্ম জিজ্ঞেস করলে কিছুই বলতে পারে না, অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। মানুষের উচিত কার্যত বা প্রকৃত অর্থে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইতে থাকা যে, সেই পাপ এবং অপরাধ যা আমার দ্বারা সাধিত হয়েছে, তার শাস্তি যেন পেতে না হয়। আর নীরবে আন্তরিকভাবে সর্বদা খোদার কাছে যেন এই সাহায্য যাচনা করতে থাকে যে, তিনি যেন ভবিষ্যতে নেক কর্মের তৌফিক দেন আর পাপ কর্ম থেকে রক্ষা করেন। তিনি বলেন, ভালোভাবে স্মরণ রেখো যে, কেবল কথায় কোন কাজ হবে না। নিজের ভাষায়ও ইস্তেগফার করা যায়, যেন আল্লাহ্তা'লা পূর্বের পাপ ক্ষমা করে দেন এবং ভবিষ্যতের পাপ থেকে নিরাপদ রাখেন আর নেক কর্ম করার তৌফিক দেন। এটিই প্রকৃত ইস্তেগফার। এমনিতেই আস্তাগফিরুল্লাহ্ আস্তাগফিরুল্লাহ্ বলতে থাকলে, হৃদয়ের ওপর যার কোন প্রভাবই পড়ল না, তার কোন প্রয়োজন নেই। ইস্তেগফারের ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়েও সেই নম্রতা, বিগলন এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি না হয় এবং খোদার ভয় সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ইস্তেগফারের কোন লাভ নেই। হৃদয়ে এক উদ্দীপনা সৃষ্টি হওয়া উচিত। তিনি বলেন, স্মরণ রেখো! খোদার দরবারে সেই কথাই পৌঁছে, যা মন থেকে উদ্ভূত হয়। নিজ ভাষাতেই আল্লাহ্ তা'লার কাছে অনেক দোয়া করা উচিত। এর ফলে হৃদয়ের ওপরও প্রভাব পড়ে। মুখ তো কেবল হৃদয়ের সাক্ষী দেয়। হৃদয়ে যদি উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় আর মৌখিক অঙ্গীকারও যদি এর সঙ্গ দেয়, তাহলে ভালো কথা। আন্তরিকতা শূন্য মৌখিক দোয়া অর্থহীন, বৃথা। হ্যাঁ আন্তরিক দোয়াই আসল দোয়া হয়ে থাকে। বিপদাপদ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মানুষ যদি মনে মনে বা আন্তরিকভাবে খোদার কাছে দোয়া করতে থাকে এবং ইস্তেগফারে রত থাকে, তাহলে দয়ালু ও কৃপালু খোদার বদান্যতায় সেই বিপদ টলে যায়। সমস্যা বা বিপদাপদ ও কাঠিন্য এবং কষ্টে নিপতিত হলে তবেই দোয়া করবে, এমন রীতি ঠিক নয়। তার পূর্বেই দোয়ায় রত থাকা উচিত। এর ফলে দয়ালু ও কৃপালু খোদা সেই বিপদাপদ টলিয়ে দেন। কিন্তু বিপদ যখন এসে যায় তখন তা আর টলে না। বিপদাপদ নাযেল হওয়ার পূর্বেই দোয়ায় রত থাকা উচিত এবং অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা বিপদের সময় নিরাপদে রাখেন। তিনি বলেন, আমাদের জামা'তের উচিত স্বতন্ত্র কোন বিশেষত্ব প্রকাশ করা, কোন পার্থক্য থাকা উচিত। যদি কোন ব্যক্তি বয়আত করে যায়; কিন্তু কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না, নিজের স্ত্রীর সাথে পূর্বের মতই ব্যবহার করে, আর নিজ পরিবার পরিজনের সাথে পূর্বের মতই আচরণ করে, তাহলে এটি ভালো কথা নয়। বয়আতের পরও যদি সেই দুর্ব্যবহার এবং দুরাচারিতাই প্রকাশ পায় আর অবস্থা যদি পূর্বের ন্যায় অপরিবর্তিত থাকেই ,তাহলে বয়আত করে লাভ কী? বয়আতের পর অআহমদীদেরও আর আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশীদের এমন আদর্শ দেখানো উচিত যেন তারা বলতে বাধ্য হয় যে, এ এখন তা নয় যা পূর্বে ছিল। তিনি বলেন, ভালোভাবে স্মরণ রেখো, যদি পরিচ্ছন্ন হয়ে কর্ম কর, তাহলে অন্যদের ওপর অবশ্যই তোমাদের প্রভাব পড়বে। মহানবী (সা.) এর কত বড় প্রতাপ ও প্রভাব ছিল! একবার কাফিরদের আশঙ্কা হয় যে, মহানবী (সা.) অভিশাপ দেবেন বা বদদোয়া করবেন। তখন সকল কাফির সম্মিলিতভাবে এসে নিবেদন করে যে, হুযূর! অভিশাপ দেবেন না। সত্যবাদী মানুষের অবশ্যই প্রভাব এবং প্রতাপ থাকে। তাই সম্পূর্ণভাবে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়ে কর্ম করা উচিত আর আল্লাহ্র খাতিরে করা উচিত, তাহলে অবশ্যই অন্যদের ওপরও প্রতাপ ও প্রভাব পড়বে।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা; ৩৭২-৩৭৪)

অতএব ইস্তেগফার করা এবং এর প্রকৃত মর্ম অনুধাবনের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা উচিত। যিকর আযকার অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ আর দোয়া তখন কাজে আসে, যখন একই সাথে কর্মের মানেরও উন্নয়নের চেষ্টা থাকে। মানুষ বলে যে, কোন ছোট দোয়া বলুন যেন আমরা পড়তে পারি। ছোট দোয়াও তখনই কাজে আসে যখন ফরয বা আবশ্যকীয় দায়িত্বাবলী পালন করা হয়। নামায যদি সময়মত পড়া হয়, রীতিমত এবং সাগ্রহে পড়া হয় কেবল তবেই যিকর আযকার কাজে দিবে।

এরপর এখানে খোদার এই গুণবাচক নাম বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'কাবিলুত তাওবে' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তওবা গ্রহণ করেন। তওবার অর্থ হলো নিজ পাপের ক্ষমা যাচনা করে খোদার দিকে ফিরে আসা। অতএব মানুষ যদি এই অঙ্গীকারের সাথে খোদার দরবারে উপস্থিত হয় যে, আমি ভবিষ্যতে আর কোন পাপ করব না, আর সর্বদা পাপ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করব, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এই চেতনা এবং সংকল্প নিয়ে যারা তাঁর দিকে ফিরে আসে তাদের তওবা গ্রহণ করেন। এই বিষয়টিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন-

'সেই দিন কোনটি যা জুমুআ এবং দুই ঈদের চেয়ে শ্রেয় এবং কল্যাণময় দিন? আমি তোমাদের বলছি যে, সেই দিনটি হলো মানুষের তওবা করার দিন, যা এদের সবার চেয়ে উত্তম এবং সকল ঈদের চেয়ে বড়। কেন? কেননা সেদিন পাপের সেই আমলনামা যা মানুষকে জাহান্নামের নিকটতর করে আর অভ্যন্তরীণভাবে তাকে ঐশী ক্রোধের লক্ষ্যে পরিণত করছিল তা বিধৌত করা হয় এবং তার পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সত্যিকার অর্থে মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় খুশি এবং ঈদের দিন আর কোনটি হবে যা তাকে অনন্ত জাহান্নাম এবং চিরস্থায়ী ঐশী ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতি দিবে। তওবাকারী গুনাহ্গার, যে পূর্বে খোদা থেকে দূরে এবং তাঁর ক্রোধের লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছিল, তাঁর কৃপায় এখন তাঁর নিকটতর হয় আর জাহান্নাম এবং শাস্তি থেকে তাকে দূরবর্তী করা হয়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেছেন, إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ নিঃসন্দেহে খোদা তা'লা তওবাকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করেন, আর যারা পবিত্রতার সন্ধানী তাদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা বাকারা: ২২৩) এই আয়াতের অর্থ কেবল এটিই সামনে আসে না যে, আল্লাহ্ তা'লা তওবাকারীদের তাঁর প্রেমাস্পদের মর্যাদা দেন, বরং এটিও বোঝা যায় যে, সত্যিকার তওবার সাথে সত্যিকার পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা আবশ্যক। সত্যিকার তওবা সেটিই যার সাথে প্রকৃত পবিত্রতা থাকে। মানুষ যেন এই দৃঢ় সংকল্প করে যে, ভবিষ্যতে আমি কোন পাপ করব না। অতএব এটি যখন হবে অর্থাৎ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা যদি থাকে তাহলেই তওবা গৃহীত হবে। তিনি বলেন,সকল প্রকার অপবিত্রতা এবং কলুষতা থেকে দূরে থাকা আবশ্যকীয় শর্ত। নতুবা শুধু তওবা এবং শব্দের পুনরাবৃত্তিতে কোন লাভ নেই। অতএব সেই দিন এতটা কল্যাণময় যে, মানুষ তার অপকর্ম থেকে তওবা করে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার মীমাংসার অঙ্গীকার করে এবং তাঁর নির্দেশ মানতে গিয়ে নতশির হয়, তাহলে এতে কী কোন সন্দেহ আছে যে, তাকে সেই শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে যা তার অজ্ঞাতসারে অপকর্মের ফলশ্রুতিতে তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আর এভাবে সেই জিনিস লাভ করে যা সম্পর্কে তার কোন প্রত্যাশাই ছিল না।"

তিনি বলেন, 'তোমরা নিজেরাই অনুমান করতে পার যে, এক ব্যক্তি কোন কিছু পাওয়ার বিষয়ে যেখানে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে যায় আর সেই নৈরাশ্যের মাঝেই যদি নিজের লক্ষ্য অর্জন করে নেয়, তাহলে সে কতটা আনন্দিত হবে। তার হৃদয় এক নতুন জীবন লাভ করবে। এ কারণেই হাদীসে এর উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস এবং অতীতের ধর্মগ্রন্থ থেকে এটিই জানা যায় যে, মানুষ যখন পাপের মৃত্যু থেকে বেরিয়ে তওবার মাধ্যমে নতুন জীবন লাভ করে, তখন আল্লাহ্ তা'লা তার এই জীবনে সন্তুষ্ট হন। এটি সত্যিকার অর্থেই আনন্দের বিষয়। মানুষ যেখানে পাপের বোঝায় জর্জরিত, ধ্বংস ও মৃত্যু চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে এবং ঐশী শাস্তি তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়, তখন সে নিমিষেই সেই পাপ এবং অপকর্ম থেকে তওবা করে যদি আল্লাহ্র দিকে এসে যায়, যা দূরত্ব এবং বিচ্ছিন্নতার কারণ হচ্ছিল, তাহলে সেটি খোদার জন্য আনন্দের সময় হয়ে থাকে এবং ঊর্ধ্বলোকে ফিরিশতারাও আনন্দিত হয়। কেননা আল্লাহ্ তা'লা চান না, তাঁর কোন বান্দা ধ্বংস হোক। বরং তিনি চান, তাঁর বান্দার পক্ষ থেকে যদি দুর্বলতা এবং ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়ে যায়, তারপরও সে যেন তওবা করে নিরাপত্তার বেষ্টনীতে প্রবেশ করে। অতএব স্মরণ রেখ! যেদিন মানুষ নিজের পাপ থেকে তওবা করে, সেটি বড়ই কল্যাণময় দিন এবং সব দিনের মাঝে শ্রেষ্ঠ দিন, কেননা সেদিন সে নতুন জীবন লাভ করে আর তাকে খোদার নিকটতর করা হয়। (এ দৃষ্টিকোণ থেকে এই দিনটি, অর্থাৎ বয়আতের দিন, যেদিন তোমাদের অনেকেই অঙ্গীকার করেছ যে, আজ সকল পাপ থেকে তওবা করছি আর ভবিষ্যতে যথাসাধ্য পাপ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করব) এটিই ইয়াওমে তওবা বা তওবার দিন। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে আন্তরিকভাবে এবং নিষ্ঠার সাথে তওবা করেছে, তার প্রতিটি পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। আর এভাবে সে _اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ_-এর অধীনে এসে গেছে। অর্থাৎ সে এমন হয়ে গেছে, যেন কোন পাপই সে করে নি। হ্যাঁ আমি আবার বলব যে, এর জন্য শর্ত হলো প্রকৃত পবিত্রতা ও সত্যিকার পরিচ্ছন্নতার দিকে পদচারণা করা। আর এই তওবা যেন বুলিসর্বস্ব না হয় বরং কর্মে গুণে সজ্জিত হয়। কারো পাপ ক্ষমা করে দেওয়া সামান্য বিষয় নয় বরং অনেক বড় কথা। "

তিনি বলেন, "দেখ মানুষের কেউ যদি কারো সাথে কোন অপরাধ করে বা কোন ভুল ভ্রান্তি করে বসে তাহলে অনেক সময় বংশ পরম্পরায় শত্রুতা চলতে থাকে। বংশ পরম্পরায় সে প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্ধানে থাকে, যেন সুযোগমত প্রতিশোধ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অতীব দয়ালু এবং কৃপালু। তিনি মানুষের মতো কঠোর হৃদয়ের অধিকারী নন যে, এক পাপের জন্য বংশ পরম্পরায় পিছু ধাওয়া ছাড়েন না এবং ধ্বংস করতে চান। বরং সেই দয়ালু ও কৃপালু খোদা সত্তর বছরের পাপকে এক নিমিষেই ক্ষমা করে দেন। এ কথা মনে করো না যে, এ ক্ষমা এমন বিষয় যার কোন লাভ নেই বা যার গঠনমূলক কোন দিক নেই। না, সেই পাপের ক্ষমা সত্যিকার অর্থে কল্যাণকর এবং উপকারী। আর তারাই এটি ভালোভাবে বুঝে এবং অনুধাবন করে যারা সত্যিকার অর্থে তওবা করেছে।" (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৮-১৫০)

অতএব এই সত্যিকার তওবাই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। যদি এটি না হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, স্মরণ রেখো, তিনি 'শাদীদুল ইকাব'ও বটে। মানুষ যখন খোদার নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখায়, তখন খোদা তাকে শাস্তি দেন।

এরপর বলা হয়েছে তিনি 'যিত তুল' অর্থাৎ পরম দাতা। মানুষের কল্যাণ সাধনে তার কোন সীমা পরিসীমা নেই। তাঁর দানের কোন সীমা নেই, কেননা তিনি শক্তির আধার। সবকিছু দিতে পারেন। তাঁর ভান্ডার অনন্ত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার এসব গুণ বা বৈশিষ্ট্যাবলী স্মরণ রেখো, তাহলে সব সময় কল্যাণমন্ডিত হবে। অন্য কারো এত শক্তি নেই। আমরা এ পৃথিবীতেও আর মৃত্যুর পরও তাঁর দিকেই ফিরে যাব। এই চেতনা যদি থাকে যে, দিবা শেষে খোদার কাছেই এবং তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে, তাহলে পুণ্য কাজ করার এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপনের প্রতি মনোযোগ থাকবে। এরূপ অবস্থা হলে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ আয়াতুল কুরসীর প্রতি একবার মহানবী (সা.) এভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, সব কিছুরই এক চূড়া থাকে। কুরআনের চূড়া হলো সূরা বাকারা আর তাতে এমন একটি আয়াত আছে যা কুরআনের সব আয়াতের সর্দার। সেটি হলো আয়াতুল কুরসী।

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াব ফযায়েলুল কুরআন)

এর ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ" অর্থাৎ তিনিই খোদা। তিনি ব্যাতীত আর কেউ নেই। তিনি সকল প্রাণের উৎস, সকল অস্তিত্বের অবলম্বন। এর আভিধানিক অর্থ হলো সেই খোদাই জীবন্ত এবং সেই খোদাই নিজ অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত। অতএব যেখানে তিনিই একমাত্র খোদা যিনি নিজ অস্তিত্বে বিদ্যমান সত্তা। তাই এর পরিষ্কার অর্থ হলো তিনি ছাড়া যাদেরকে জীবিত দেখা যায়, তাদের সকলেই তাঁর জীবনের কাছে ঋণী। আকাশ এবং পৃথিবীতে যারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁর পবিত্র সত্তার গুণেই তারা প্রতিষ্ঠিত।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, ২৩ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২০)

তিনি এ সম্পর্কে আরো অধিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, স্পষ্ট হওয়া উচিত, আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে দু'টো নাম উপস্থাপন করেছেন। একটি হলো 'আল-হাইয়ু এবং অপরটি কাইয়ুম। হাইয়ু শব্দের অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'লা চিরঞ্জীব এবং অন্যদের জীবন দিয়ে থাকেন। কাইয়ুম শব্দের অর্থ, যিনি নিজ গুণে প্রতিষ্ঠিত আর অন্যদের স্থায়ীত্বেরও তিনিই কারণ। প্রত্যেক বস্তুর বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক স্থিতি এবং জীবন এই দুই গুণের কাছে ঋণী। অতএব, হাইয়ুন শব্দের দাবি হলো তাঁর ইবাদত করা। এটি একটি প্রণিধানযোগ্য কথা। হাই শব্দের দাবি হলো তাঁর ইবাদত করা। এর বিকাশ সূরা ফাতিহার 'ইইয়াকা নাবুদু'- তে ঘটতে দেখা যায়। আল-কাইয়ুম- এর দাবি হলো তার কাছে অবলম্বন কামনা করা। আর 'ইইয়াকা নাসতাঈন'- এর মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়েছে। যদি জীবিত থাকতে হয় আর আধ্যাত্মিকভাবেও জীবিত থাকতে হয় এবং 'হাইয়ুন' বৈশিষ্ট্য থেকে যদি কল্যাণমন্ডিত হতে হয় তাহলে তাঁর ইবাদত করতে হবে। আর ইবাদতের জন্য তাঁর কাছে সাহায্যও চাইতে হবে যে, আল্লাহ্তা'লা তৌফিক দিন, যেন আমরা ইবাদতকারী হই। 'হাইয়ুন' শব্দ ইবাদতের দাবি এজন্য রাখে যে, তিনি সৃষ্টি করেছেন। আর সৃষ্টি করে ছেড়ে দেন নি। যেমন কোন মিস্ত্রি যে ঘর বানায়, সে মারা গেলে সেই বিল্ডিংয়ের বা ঘরের কোন ক্ষতি নেই। অর্থাৎ এক ব্যক্তি যে ঘর এবং বিল্ডিং নির্মাণ করে, নির্মাতা মারা গেলেও সেই বিল্ডিংয়ের কিছু যায় আসে না। কিন্তু মানুষ খোদার মুখাপেক্ষী। সর্বাবস্থায় সে খোদার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। তাই খোদার কাছে শক্তি যাচনা করা বা করতে থাকা আবশ্যক। আর এটিই ইস্তেগফার। "

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৭)

ইস্তেগফারের বিষয়ের ব্যাখ্যা পূর্বে বিশদভাবে এসে গেছে যে, খোদার কল্যাণরাজির যে জ্যোতি বা আলো তা স্থায়ী রাখার জন্য ইস্তেগফারের প্রয়োজন আর ইস্তেগফার এমন ইবাদত যার ফলে শক্তি লাভ হয়।

আয়াতুল কুরসীতে যে শাফায়াতের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে তা স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, মানুষ যখন অন্যের জন্য দোয়া করে এটিও এক প্রকার সুপারিশ বা শাফায়াত। আর মু'মিনের এটি বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত যেন সে সবসময় এটি করা অব্যাহত রাখে। আল্লাহ্র অনুমতি এবং ইচ্ছা ব্যাতীত কোন সুপারিশ বা শাফায়াত হতে পারে না। কুরআন অনুসারে শাফায়াতের অর্থ হলো, এক ব্যক্তির নিজ ভাইয়ের জন্য দোয়া করা যে, তার যেন সেই লক্ষ্য অর্জন হয় বা কোন বিপদাপদ যেন টলে যায়। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে বা কোন কিছুর জন্য দোয়ার অনুরোধ করা হয়, দোয়া করা উচিত তার সেই উদ্দেশ্য যেন সিদ্ধি হয়। কোন বিপদাপদ থাকলে সেই বিপদাপদ যেন দূর হয় বা টলে যায়। কুরআনের নির্দেশ হলো যে ব্যক্তি খোদার দরবারে অধিক বিনত হয়ে নতজানু হয়, সে যেন দুর্বল ভাইয়ের জন্য দোয়া করে যে, তারও যেন সেই মর্যাদা লাভ হয়। এটিই শাফায়াত বা সুপারিশের প্রকৃত তত্ত্ব ও মর্ম। তাই আমরা আমাদের ভাইদের জন্য দোয়া করি যে, খোদা যেন তাদের শক্তি দেন এবং সামর্থ্য দেন। তাদের বিপদ যেন দূর করেন। এটি এক প্রকার সহমর্মিতা।"

(নাসীমে দাওয়াত, রূহানী খাযায়েন, ১৯ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৬৩)

পুনরায় তিনি বলেন, 'যেহেতু সব মানুষ এক দেহতুল্য সে কারণেই আল্লাহ্ তা'লা বার বার শিখিয়েছেন যে, যদিও শাফায়াত বা সুপারিশ গ্রহণ করা তাঁরই কাজ; কিন্তু তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য শাফায়াত বা সুপারিশে রত থাক। শাফায়াত বা সহমর্মিতাপূর্ণ দোয়া থেকে বিরত থাকবে না। (তোমাদের পরস্পরের কাছে এটি পরস্পরের অধিকার।) শাফায়াত শব্দ 'শুফআ' থেকে নেওয়া হয়েছে। 'শুফআ' বলা হয় জোড়কে যা বিজোড়ের বিপরীত। মানুষকে তখন শফী বলা হয় যখন সে পরম সহানুভূতির বশবর্তী হয়ে অন্যের জোড়া হয়ে তার মাঝে বিলীন হয়ে যায়। আর অন্যের জন্য সেভাবেই নিরাপত্তা যাচনা করে যতটা নিজের জন্য করে। স্মরণ রাখা উচিত, কোন ব্যক্তির ধর্ম ততক্ষণ সম্পূর্ণ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত শাফায়াতের রঙের সহানুভূতি তার মাঝে সৃষ্টি না হবে। (পরস্পরের জন্য পরম সহানুভূতি থাকা উচিত) বরং , ধর্মের দু'টোই সম্পূর্ণ দিক রয়েছে, একটি হলো আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসা অপরটি হলো মানব জাতিকে এতটা ভালোবাসা যে, তাদের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা, যেটিকে ভিন্ন বাক্যে শাফায়াত বা সুপারিশ বলা হয়।"

(নাসীমে দাওয়াত, রূহানী খাযায়েন, ১৯ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৬৪)

এটি একটি গূঢ় রহস্য যা আয়াতুল কুরসী পড়ার সময় আমরা যদি সামনেরাখি তাহলে মানব জাতির জন্য সহানুভূতির প্রেরণা ও চেতনা দৃঢ় হবে।

মহানবী (সা.) যে আমাদের এটি পড়ার নসীহত করেছেন এতে ঈমান আনয়নকারীদের জন্য পারস্পরিক সহানুভূতির সম্পর্ক দৃঢ় করার বিশেষভাবে নির্দেশ রয়েছে। আর মানব জাতির জন্য সামগ্রিকভাবে এই শিক্ষা রয়েছে যে, তোমাদের হৃদয়ে সবার জন্য সহানুভূতি থাকা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজকের মুসলমানরা পরস্পর একে অপরের রক্তপিপাসু। অথচ তারা দাবি করে যে, আমরা কুরআন এবং হাদীস মেনে চলি। যাহোক এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রকৃত শাফায়াতের অধিকার আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) কে দিয়েছেন আর এর দৃষ্টান্ত তাঁর জীবদ্দশায় আমরা দেখেছি। সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ বলেন,

'পরকালের শফী সে-ই প্রমাণিত হতে পারে, যে পৃথিবীতে শাফায়াতের কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পরকালে শফী বা সুপারিশকারী হবেন মহানবী (সা.)। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি শাফায়াত করবেন যে, তিনিই সুপারিশকারী প্রমাণিত হতে পারেন যিনি পৃথিবীতে শাফায়াতেরকোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে মূসা (আ.) এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি যে, তিনিও শফী বা শাফায়াতকারী প্রমাণিত হন। কেননা বার বার দোয়ার মাধ্যমে তিনি আযাব বা শাস্তি টলিয়েছেন তৌরাতে এর সাক্ষ্য রয়েছে। একইভাবে আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করি তখন তার শফী বা শাফায়াতকারী হওয়া সবচেয়ে সুস্পষ্ট সত্য প্রমাণিত হয়। (অর্থাৎ অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে) কেননা তার শাফায়াতের কল্যাণেই তিনি দরিদ্র সাহাবীদের সিংহাসনে বসিয়েছেন। তার শাফায়াতেরই এটি ফলাফল যে, আপাত দৃষ্টিতে তারা মূর্তি পুজা এবং শিরকের মাঝে লালিত পালিত হয়েছে; কিন্তু পরবর্তীতে তারাই এমন একত্ববাদী হয়ে গেছেন, যার দৃষ্টান্ত কোন যুগে দেখা যায় না। তার শাফায়াত বা সুপারিশেরই এটি সুফল যে, আজ পর্যন্ত তার অনুসারীরা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সত্যিকার ইলহাম লাভ করে, আল্লাহ্ তাদের সাথে

বাক্যালাপ করেন। কিন্তু ঈসা (আ.) এর ক্ষেত্রে এমন প্রমাণ কোথা থেকে এবং কীভাবে পাওয়া সম্ভব হতে পারে? আমাদের নেতা এবং মনিব মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর শাফায়াত বা সুপারিশের চেয়ে বড় এবং অসাধারণ প্রমাণ আর কী হবে। আমরা সেই রসূলের কল্যাণে খোদা থেকে যা কিছু লাভ করি, আমাদের শত্রুদের জন্য তা পাওয়া সম্ভব নয়। যদি আমাদের বিরোধী এটি পরীক্ষা করতে চায় কয়েক দিনের ভিতরেই সিদ্ধান্ত হতে পারে। ”

(আসমাতে আম্বিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃষ্ঠা: ৬৯৯-৭০০)

পুনরায় আয়াতুল কুরসীর শেষের দিকে আল্লাহ্‌র দু'টো গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো 'আলিউন' অর্থাৎ মহান মর্যাদার অধিকারী তাঁর চেয়ে মহান মর্যাদা আর কারো নেই। তিনি আকাশ এবং পৃথিবীর অধিপতি, তিনি সুমহান। তাঁর মাহাত্ম্য, গরিমা এবং মহান মর্যাদা এমন, যে পর্যায়ে অন্য কেউ পৌঁছাতে পারে না। তাঁর মহান মর্যাদা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। কোন কিছু এই বেষ্টনীর বা এই গণ্ডির বাইরে নয়। তাঁর এই মহান মর্যাদা হলো 'আলিউন' আর তাঁর 'আলিউন' হওয়ার অর্থ হলো তাঁর মহান মর্যাদা এমন পর্যায়ে যেখানে আর কেউ পৌঁছাতে পারে না। 'আলিউন' এর আরেকটি অর্থ হলো যিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। কোন কিছু তাঁর গণ্ডি এবং বেষ্টনীর বাইরে নয়। এটি হলো তাঁর সুমহান হওয়া এবং সুউচ্চ হওয়া।

এই আয়াতের শেষ অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'আল্লাহ্‌র কুরসী বা শাসন ক্ষমতা সংক্রান্ত আয়াত হলো وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۖ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ অর্থাৎ খোদা তা'লার শাসন গণ্ডিতে রয়েছে সকল ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডল। তিনি এর সবকিছু বহন করছেন এবং তা বহনে তিনি ক্লান্ত হন না। তিনি অতি উচ্চ। তাঁর উচ্চতার গভীরতা কেউ আয়ত্ত করতে পারে না। তিনি সুমহান। তাঁর মাহাত্ম্যের সামনে সব কিছু তুচ্ছ। এটি হলো কুরসী বা আসনের অর্থ বা শাসন ক্ষমতার অর্থ। এটি একটি রূপক বিষয়। এর অর্থ হলো নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে। আর এসব কিছুর মর্যাদা থেকে তাঁর মর্যাদা মহান এবং বড়। তাঁর মাহাত্ম্যের কোন সীমা নেই।”

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, ২৩তম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ১১৮)

অতএব তিনি হলেন সেই মহান খোদা যার মাহাত্ম্যের কোন কিনারা নেই। যিনি অসীম। তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি সীমাহীন। সবকিছু তাঁর বেষ্টনীর মাঝে রয়েছে। মানুষ যদি এসব কথা বোঝে আর এটি বুঝে মানুষ যদি কুরআনের আয়াত পড়ে কেবল তবেই খোদার স্নেহক্রোড়ে স্থান পেতে পারে এবং তাঁর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে স্থান পেতে পারে। মানুষ যখন আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা বেষ্টনীতে স্থান পাওয়ার চেষ্টা করে, তখনই সে খোদার প্রাপ্য এবং বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানেরও চেষ্টা করে এবং করা উচিত। আর এসব প্রাপ্য অধিকার যদি প্রদান করা হয় তবেই আল্লাহ্ তা'লা হিফাযত বা নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন যে, এ বিষয়টিকে সামনে রেখে এই আয়াত পড়া উচিত। আর যে এভাবে পড়বে সে আল্লাহ্‌র নিরাপত্তার বেষ্টনীতে থাকবে। অতএব আয়াত কেবল পাঠ করাই যথেষ্ট নয় বরং এর বিষয়বস্তু প্রণিধান করে সেসব পথ অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে, সেসব জ্ঞান এবং বুৎপত্তি অর্জনেরও আবশ্যকতা রয়েছে যা এসব আয়াত সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন। আর কুরআনও একাধিক জায়গায় এর বিশদ ব্যাখ্যা করেছে। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পরিষ্কারভাবে তা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যদি এসব কিছু করা হয় তাহলে মানুষ খোদা তা'লার কৃপায় তাঁর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই শিক্ষা অনুসারে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আজও আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা প্রফেসর আব্দুল কাদের ডাহরী সাহেবের স্ত্রী আবেদা বেগম সাহেবার। তিনি নওয়াবশাহ্‌র অধিবাসীনী ছিলেন। তিনি গত ২২ জানুয়ারি ৭৫ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তার পিতার নাম ছিল নিয়াজ মুহাম্মদ খান। তিনি প্রথমে সরকারি কর্মকর্তা অর্থাৎ চীফ কমিশনার ছিলেন পূর্ববঙ্গে এবং পরবর্তীতে করাচীতে ছিলেন। কিন্তু তিনি আহমদী ছিলেন না। আবেদা বেগম সাহেবার মা আহমদী ছিলেন। তার সন্তান সন্ততিদের মাঝে কেবল আবেদা বেগমই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। তিনি ১৯৬৩ সনে বয়আত করেছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যতও করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) তার পড়ালেখা শেষ করার পর অর্থাৎ বিএ পাস করার পর প্রফেসর আব্দুল কাদের ডাহরী সাহেবের সাথে তার বিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে পাঁচ কন্যা এবং এক পুত্র দান করেছেন। নওয়াবশাহ্ শহরের লাজনা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এরপর নওয়াবশাহ্ জেলারও লাজনা প্রেসিডেন্ট ছিলেন দীর্ঘদিন। অনেক খিদমত করার সৌভাগ্য হয়েছে তার। লাজনা প্রেসিডেন্ট থাকাকালে লাজনাদের সাথে ভালো যোগাযোগ রাখতেন। নিয়মিত মিটিংয়ের ব্যবস্থা করতেন আর বিভিন্ন জেলার সফর করতেন। দূর দুরান্তের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করেছেন। যদিও সম্পদশালী পরিবারের সদস্যা ছিলেন কিন্তু খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। দরিদ্র এবং দুর্বলদের সাহায্য করতেন। দরিদ্র ও দুর্বল আহমদীদের ঘরে অবশ্যই যেতেন। তবলীগের গভীর আগ্রহ ছিল। নওয়াবশাহ্‌র প্রায় সতের জন মহিলাকে তবলীগ করে বয়আত করিয়েছেন। ঘরের আশেপাশে বসবাসকারী শিশুদের কুরআনও পড়াতেন। তার স্বামী সিন্ধি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। নওয়াবশাহ্‌র তিনি জেলা আমীরও ছিলেন। প্রথমে শহরের আমীর আর পরবর্তীতে নওয়াবশাহ্ জেলারও আমীর হয়েছেন। আজকাল তার পুত্র জেলা আমীর হিসেবে কাজ করছেন। সন্তান সন্ততিকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। ইবাদতগুযার, নির্ভিক, সাহসী, ধৈর্যশীলা, খোদা তা'লার কৃতজ্ঞ, সরল প্রকৃতির, নিবেদিতা প্রাণ এবং বিশ্বস্ত নারী ছিলেন। জামা'ত ও খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও অনুরাগ ছিল। তার পুত্র লিখেন যে, প্রত্যেকটি কাজে খলীফাতুল মসীহ্‌র পথনির্দেশনা অর্জনের চেষ্টা করতেন। দু'বছর পূর্বে তিনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পায়ে এমন ক্ষত দেখা দেয় যে, ডায়বেটিসের কারণে পা কেটে ফেলার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি বলেন, যতক্ষণ খলীফায়ে ওয়াক্তের পক্ষ থেকে অনুমতি না পাব, আমি অপারেশন করাব না। বেশ কয়েক দিন এই অবস্থায় অপেক্ষা করতে থাকেন। যতক্ষণ আমার কাছ থেকে অনুমতি পান নি, ততক্ষণ পা কাটান নি। আর অনুমতি পাওয়ার পর তিনি বলেন যে, এখন যা ইচ্ছা কর। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বয়আতের পর এক মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তার দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচলতার চিত্র দেখুন। তার মা এবং তিনিই কেবল আহমদী ছিলেন। মায়ের ইন্তেকালের পর তার ভাইয়েরা অন্য কোন কবরস্থানে অর্থাৎ গয়ের আহমদীদের কোন কবরস্থানে তাকে কবরস্থ করে। তার মা যেহেতু মূসীয়া ছিলেন তাই ভাইদের চাপ সত্ত্বেও সেখান থেকে লাশ বের করিয়ে মায়ের লাশ রাবওয়া পৌঁছান এবং বেহেশতী মাকবেরায় কবরস্থ করার ব্যবস্থা করেন।

সব বিষয়ে বুদ্ধিমত্তা এবং প্রজ্ঞার সাথে কাজ করতেন। কাদিয়ান এবং যুক্তরাজ্যের জলসায় রীতিমত যোগ দিতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) তার সম্পর্কে তার পুত্রকে বলেন যে, তুমি কি জান, তোমার মা আহমদীয়াতের জন্য এক নগ্ন তরবারি? ৮৫ সালে অর্ডিন্যান্সের পর যখন কলেমা মিটিয়ে ফেলা হচ্ছিল, তখন কলেমার প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ তিনি এভাবে দিয়েছেন যে, যখন জামা'তকে বলা হলো, নিজেদের ঘরে কলেমা লেখ, তখন তিনি সিড়ি লাগিয়ে ট্যাঙ্কিতে চড়ে নিজ হাতে কলেমা লিখেছেন। অথচ তিনি ছিলেন এক মহিলা। অপরদিকে এমন পরিবারের সাথে তার সম্পর্ক যারা সচরাচর এসব বিষয়ে খুবই স্পর্শকাতর হয়ে থাকেন।

তার ছেলে বলেন যে, এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার মুহূর্তেও অর্থাৎ মৃত্যুর সময় জীবনের শেষ দিনেও এমনকি মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তার হাতে তিনি কিছু টাকা দেন যে, ওয়াকফে জাদীদ এবং তাহরীকে জাদীদ খাতে আমার বাকি চাঁদা কালক্ষেপন না করে এখনই পরিশোধ করে দাও। সেখানে আহমদীদের ঘরে ডিশ লাগানোর একটি স্কীমের সূচনা তিনি এভাবে করেন যে, মহিলাদের একটি কমিটি গঠন করেন। প্রত্যেক মাসে কারো না কারো কমিটি বের হতো যার মাধ্যমে কারো ঘরে ডিশ লেগে যেত। আর এভাবে খুতবা শুনার ব্যবস্থা হয়ে যেত। তার জামাতা মির্যা আহসান ইমরান, যিনি অস্ট্রেলিয়া জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী, তিনি বলেন, খুবই নির্ভিক, সাহসী, আহমদীয়াতের জন্য সকল ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতেন। তিলাওয়াত এবং খুতবা রীতিমত পড়তেন এবং শুনতেন। যদিও সিন্ধি ভাষা জানতেন না, এমনকি উর্দূও সঠিকভাবে জানতেন না। এক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার মেয়ে হওয়ার কারণে প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করতেন, পরে অন্যান্য স্থানেও থেকেছেন। ইংরেজী স্কুলে পড়ালেখা করেছেন। ইংরেজীতে পারদর্শী ছিলেন; কিন্তু বিয়ের পর পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিয়েছেন। আর সেই পরিবেশে থেকে সিন্ধি ভাষাও শিখেছেন। অ-আহমদী ও সিন্ধি আত্মীয়দের তবলীগও করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার রূহের মাগফিরাত করুন। তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তান-সন্ততিকেও তার পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

ইমামের বাণী

দেখ, আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি, সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে, যে ধর্মের সাথে কিছু পার্থিব স্বার্থের সংমিশ্রণ রাখে।

(আল-ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

দুইয়ের পাতার পর...

ছিল। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রথমে পারিবারিক পর্যায়ে, পরে সামাজিক স্তরে, দেশীয় স্তরে এবং সবশেষে আন্তর্জাতিক স্তরে।

জামাত আহমদীয়ার ভাষণ যতটা আহমদীদের জন্য জরুরী ছিল, ততটাই জরুরী ছিল পৃথিবীর অন্যান্য জাতির জন্য।

জামাত আহমদীয়ার ইমাম জিহাদের প্রকৃত অর্থের বিষয়ে আলোকপাত করে বুঝিয়েছেন যে, জিহাদের প্রকৃত অর্থ হল চেষ্টা এবং সংশোধনের জন্য পরিশ্রম করা। আর এবিষয়টিই পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার এবং প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করার মূল ভিত্তি।

তিনি বলেন: পাশ্চাত্যের ধারণা অনুযায়ী ইসলাম মহিলাদেরকে পিছনের সারিতে রাখে এবং তাদের কোন সম্মান বা মর্যাদা নেই; কিন্তু এখানে আমি দেখেছি যে, জামাত আহমদীয়ার ইমাম অসাধারণ সফলতা অর্জনকারী মহিলাদের পুরুস্কৃত করছেন এবং প্রত্যেক মহিলাকে পৃথক পৃথক নামে ডাকা হচ্ছে। এই দেখে ফিরে গিয়ে নিজের পত্রিকায় এবিষয়ে লেখার জন্য আমার তীব্র বাসনা জন্মে। পৃথিবীতে কোন ধর্মীয় নেতা কখনো কি কেবল মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন? কখনও নয়।

বলিভিয়ার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি বেলা এগারোটায় সমাপ্ত হয়।

প্যারাগুয়ের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

প্যারাগুয়ে থেক পাঁচ জন সদস্য জলসায় এসেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন প্যারাগুয়ের দুটি প্রমূখ সংবাদ পত্রিকার সাংবাদিক Aldo Antonio Benitz এবং Perez Juan Acosta সাহেব এবং একজন নওমোবাঈন বেঞ্জামিন লোপেয।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রশ্নের উত্তরে দলের সদস্যরা বলেন: জলসা সালানার ব্যবস্থাপনা খুবই ভাল লেগেছে। আমরা দেখলাম যে, মানুষ তাদের ঈমানে কত অবিচল। তিনটি দিনই এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ ছিল। এই তিন দিনে এমন সব দৃশ্য দেখেছি যা আমাদেরকে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত করে তোলে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জলসার ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অস্থায়ী পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল। যেখানে অস্থায়ী ভিলেজ ছিল, এখন সেখানে গিয়ে দেখুন, সেটি একটি কৃষি ভূমিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের স্বেচ্ছসেবীরা সব কিছু গুটিয়ে ফেলেছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) প্যারাগুয়ের মুবাল্লিগ সাহেবকে নির্দেশ দিয়ে বলেন: দক্ষিণ আমেরিকার এই স্পেনিশ দেশগুলিতে কাজের জন্য একটি স্বল্পমেয়াদি ও অপরটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

স্পেন সম্পর্কেও কথা হয় যে, এখানে এখনও মানুষ এবং স্থানের নামগুলি মুসলমানদের নামের মত।

একথা শুনে হুযুর বলেন: পূর্বে সেখানে খৃষ্টধর্ম ছিল, পরে ইসলাম আসে, এরপর আবার খৃষ্টান ধর্ম এসেছে; কিন্তু তাদের রুটসগুলি এমনই যে এলাকায় মুসলমানদের মত নামের প্রচলন রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: স্পেনে সাতশ বছর পর্যন্ত ইসলাম ছিল। এরপর পুনরায় খৃষ্টানধর্ম চলে আসে। এখন পুনরায় মানুষের হৃদয় জয় করে তাদের মধ্যে ইসলাম প্রবিষ্ট করুন। ইসলাম কোন যুদ্ধের ফলে বিস্তৃত হবে না, নিজের প্রকৃত শিক্ষা ভালবাসার মাধ্যমে প্রসার লাভ করবে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনারা নিজেদের পরিকল্পনাকে দক্ষিন আমেরিকার দেশুগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত করবেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:আমরা এই কাজকে অবশ্যই এগিয়ে নিয়ে যাব এবং এর বিস্তার করব। এই দেশগুলিতে কেবল সূচনা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃতি দিব। যে হারে মুবাল্লিগ আসবে, আমরা সেখানে তাদের পাঠাতে থাকব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপন করব। ভাল কিছু উপস্থাপন করা হলে, যার পছন্দ হবে সেই গ্রহণ করবে। আমরা কেবল এটিকে তুলে ধরব। কোন জোর নেই।

সাংবাদিক বলেন, আপনাদের জামাত যে শান্তির বাণী প্রচার করছে তা খুবই সুন্দর।

* সেই সাংবাদিক নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি ছিল অত্যন্ত আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। আহমদীদের ঈমান এবং ধর্মের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা আমাকে যারপরনায় প্রভাবিত করেছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি আমি শিখেছি তা হল, ইসলাম শান্তির শিক্ষা দেয়। প্রকৃত ইসলাম প্রতিবেশিদের সঙ্গে ভালবাসা ও উগ্রতাকে ঘৃণা করতে শেখায়।

অনুরূপভাবে দলের এক নওমোবাঈন আহমদী নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফাতুল মসীহ্‌র সত্যের বাণী কেবল মুসলমানদের জন্যই নয়, বরং এটি সমগ্র জগতবাসীর জন্য। সারা পৃথিবী থেকে আসা মানুষদের দেখে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি। বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, যাদের জীবনযাপন পদ্ধতি একেবারে আলাদা ছিল; কিন্তু ভালবাসা, ঈমান, শান্তির প্রসার এবং আল্লাহ্‌র নামে সকলে একত্রিত হয়েছিল। আল্লাহ্ করুন, সমস্ত মানুষ যেন এই জামাতকে শান্তি ও ভালবাসার জামাত রূপে সনাক্ত করে নেয়।

প্যারাগুয়ের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি ১১টা ৪৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

কঙ্গো কানশাসা

কঙ্গো কানশাসা থেকে তিনজন সদস্য জলসায় আসেন, যাদের মধ্যে ছিলেন কঙ্গো প্রদেশের পরিবহন ও ক্ষুদ্র শিল্প মন্ত্রী Slulymnan Diana Kule এবং Jean Piere Ndumba ।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রশ্নের উত্তরে অতিথিরা বলেন: জলসা সালানায় আহ্বান করার জন্য ধন্যবাদ। জলসার স্মৃতি অম্লান থাকবে। আমি এগুলিকে ভুলতে পারব না। জলসার ব্যবস্থাপনা খুব ভাল ছিল। ত্রিশ হাজারের বেশি মানুষ একত্রিত ছিল, প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে প্রেমসুলভ আচরণ করছিল। যে বিষয়টি আমাকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে, সেটি হল সেই ছোট বাচ্চারা, যারা বড়ই ভালবাসা সহকারে আমাদের সেবা করে যাচ্ছিল। এই সব কিছু দেখে আমি অনুভব করলাম, এখানে খোদা তা'লা বিদ্যমান।

মন্ত্রী মহাশয় বলেন, যেভাবে হুযুর আনোয়ার (আই.) মুসলমান দেশগুলিকে সম্বোধন করেছেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছিল যে, পাছে এরা এখানে জলসায় এসে কোন বিপত্তি সৃষ্টি না করে বসে।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সত্য কথা বলতে গেলে সাহস দেখাতে হয় আর আমরা সত্য কথাই বলব।

তিনি বলেন, আমাদের দেশের জন্য দোয়া করুন, সেখানে যেন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের সরকারি পদাধিকারীরাই বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী আর মানুষ তাদের বিষয়ে আশাহত হয়ে পড়েছে।

তিনি হুযুরকে কোন উপদেশ দান করার জন্য আবেদন জানান। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: 'সৈয়্যদুল কাউমি খাদিমুহু'। ন্যায়ের দাবি পুরণের মাধ্যমে জনগণের সেবা করুন। এর দাবি পুরণ করুন। আপনার নিজের থেকে বেশি জনগণের চিন্তা থাকা উচিত।

প্রাদেশিক মন্ত্রী M BAKATA সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জলসার ব্যবস্থাপনা সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত উচ্চমানের ছিল। এয়ারপোর্ট থেকে জলসাগাহ্ পর্যন্ত অতিথিদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা, খাদ্য পরিবেশন, পরিবহন এবং বিভিন্ন বিভাগের আতিথেয়তা উৎকৃষ্ট মানের ছিল। জলসার পরেও এবং অতিথিরা ফিরে যাওয়া পর্যন্ত জামাতের পক্ষ থেকে অতিথিদের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ এবং সম্মান দেওয়া হয়েছে। জলসা গাহে কর্তব্যরত শিশুদের চেহারায় আনন্দের অনুভুতি দেখে বুঝতে দেরি হয় নি যে, এই জলসায় খোদা তাঁর সর্বব্যাপী রূপ নিয়ে বিরাজ করছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এবং জলসার প্রত্যেক বক্তার পক্ষ থেকে ভালবাসা এবং শান্তির বাণী উচ্চারিত হচ্ছিল। এর ইতিবাচক প্রভাব প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর উপর পড়ছিল। আমি অনুভব করলাম যে, প্রত্যেক বক্তা শান্তি ও ভালবাসার এক স্তুতি পাঠ করছিল, যার প্রয়োজন আজকে সারা পৃথিবীর। আমি উপলব্ধি করলাম যে, দেশে ফিরে গিয়ে নিজের রাজ্যে এবং দেশে একটি ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তৌফিক দান করুন। আগামীতেও আমি জলসায় অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

কঙ্গো কনশাসার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি ১২টা ৭ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

কম্বোডিয়া

কম্বোডিয়া থেকে তিন জন সদস্য জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাদের মধ্যে ছিলেন সেখানকার জাতীয় টেলিভিশনের প্রতিনিধি Nhim Chany ।

তিনি বলেন, জলসার ব্যবস্থাপনা আমাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। ত্রিশ হাজরের বেশি মানুষ একত্রিত হয়েছিলেন। সকাল-সন্ধ্যা মানুষকে সময়ে খাদ্য পরিবেশন করা হচ্ছিল। এত বিশাল সংখ্যক মানুষ একই সময়ে আহার করত, আর কোথাও কোন অব্যবস্থা চোখে পড়েনি। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও খুব ভাল ছিল। পুলিশের প্রয়োজনই ছিল না।

তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই জলসায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির মানুষ একত্রিত হয়েছিল; কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন তারা পরস্পর ভাই ভাই। এমন মনে হচ্ছিল যেন তারা খুবই নিকটাত্মীয়। প্রত্যেকে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করছিল। এই বিষয়টি আমি অন্যত্র দেখি নি।

আন্তর্জাতিক বয়আতের দৃশ্য দেখেও ভদ্রলোক প্রভাবিত হন। তিনি বলেন: এমন দৃশ্য আমি জীবনে আর কখনো

দেখি নি। যেভাবে মানুষ খোদার দরবারে সিজদাবনত হয়ে অনুনয় বিনয় করছিল, তা বড়ই বিস্ময়কর দৃশ্য ছিল।

কম্বোডিয়ার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি ১২টা ১৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

ইতালি

এবছর ইতালি থেকে ম্যানুয়েল অলিভারস নামে এক নওমোবাঈন এসেছিলেন, যিনি ইতালিয়ান বংশোদ্ভুত। তিনি ২০১৭ সালের ১৫ই জুন বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁকে সম্বোধন করে বলেন: আপনি ইতালিয়ান ভাষায় অনুবাদের কাজ করুন। Pathway to Peace -এর যে নতুন সংস্করণ আসছে, তাতে ডাচ পার্লামেন্টে এবং জাপানে দেওয়া ভাষণগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটিরও অনুবাদ হওয়া চাই।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ইতালির সদর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই পুস্তকটি ইতালিতে প্রকাশিত হতে কত খরচ হবে? এর উত্তরে সদর সাহেব বলেন, এই পুস্তকটি প্রথম সংস্করণ জার্মানীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার সেই নওমোবাইন আহমদীকে বলেন, আপনি বয়আত করেছেন, এখন ইসলামী শিক্ষাবলী শিখুন এবং সেগুলি আত্মস্থ করুন। সূরা ফাতিহা শিখুন এবং এটি মুখস্ত করুন। সূরা ফাতিহায় সাতটি আয়াত রয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না। এই কারণে এটি শিখুন। হুযুর আনোয়ার ভদ্রলোককে সূরা পাঠ করেও শোনান।

ইতালির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি ১২টা ২৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

গাম্বিয়া

গাম্বিয়া থেকে আহমদী ও অ-আহমদী সমেত মোট ২১ জন সদস্য হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতলাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

দলের সদস্যরা একে একে নিজেদের পরিচয় জ্ঞাপন করেন এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে নিজেদের এবং পরিবারের জন্য দোয়ার আবেদন জানান। তারা বলেন, জলসার সমস্ত বক্তব্য আমাদের অনেক জ্ঞান বৃদ্ধি করেছে, এবং আমাদের ঈমান বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। আমরা এখানে অনেক কিছুই শিখেছি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, নিজেদের ওয়াকফে নও শিশুদের যথাশীঘ্র স্কুলে ভর্তি করুন, যাতে মাধ্যমিক শিক্ষা শীঘ্রই সম্পূর্ণ করে জামেয়াতে সঠিক বয়সে ভর্তি হতে পারে। আপনাদের দেশে শিশুরা বড় বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করে থাকে।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.) গাম্বিয়ার আমীর সাহেবের কাছে কিছু বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।

এই সাক্ষাতপর্বটি ১২টা চল্লিশ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

মিশর

মিশর থেকে ছয়জন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল এবছর জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিল।

তারা বলেন, আমরা জলসায় এলে প্রতিবারই আমাদের ঈমান ও আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি ঘটে। কেননা, খলীফাতুল মসীহ এখানে উপস্থিত থাকেন। আমরা জলসার কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা মিশরের আহমদীরা হুযুর আনোয়ার (আই.) কে ভালবাসি এবং মিশরের জন্য দোয়ার আবেদন জানাই। খোদা তা'লা যেন আমাদের অবস্থার সংশোধন করে দেন। মিশর একটি হৃদয় সদৃশ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি অন্তর ঠিক থাকে, তবে সব কিছুই ঠিক হয়ে যায়। এই কারণে মিশরের জন্য বিশেষ দোয়ার আবেদন করছি।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ ফযল করুন।

হুযুর বলেন: মিশর থেকে অন্যান্য সদস্যদেরকে নিয়ে আসবেন। দুই জনের ভাড়া আমি দিয়ে দিব। এর উত্তরে দলের সদস্যরা বলেন, দোয়া করুন, সরকার যেন আমাদেরকে ভিসা দিয়ে দেয়। ভিসা না পাওয়ার কারণে মানুষ অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ ফযল করুন।

মিশরের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি বারোটা পঁচিশ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

ইউগান্ডা

এবছর ইউগান্ডা থেকে সাতজন সদস্য জলসায় অংশগ্রহণ করেন।

হুযুর আনোয়ার ইউগান্ডার আমীর ও মুবাল্লিগ ইনচার্য এবং সেক্রেটারী তবলীগকে জামাতের পরিস্থিতি এবং পরিকল্পনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন এবং দেশের পরিস্থিতির সংবাদ নেন।

ইউগান্ডার আমীর শরণার্থীদের বিষয়ে নিজের রিপোর্ট পেশ করেন এবং সমস্যাবলীর উল্লেখ করে দোয়ার আবেদন করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ ফযল করুন এবং সমস্যাবলী দূরীভুত করুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ইউগেন্ডার আমীর সাহেবকে বলেন, অফিসের কাজকর্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাদা করে সাক্ষাত হবে।

জিম্বাবোয়ে

এবছর জিম্বাবোয়ে জামাতের সদর ইউসুফ আনুবি সাবে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ইউসুফ আনুবি সাহেব জিম্বাবোয়ে থেকে প্রথম বার জলসায় অংশ গ্রহণ করছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)এর প্রশ্নের উত্তরে ইউসুফ আনুবি সাহেব বলেন, জিম্বাবোয়েতে জামাতের সদস্য সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের সদস্য সংখ্যা প্রায় তিন হাজার, যাদের মধ্যে দুই হাজার সক্রিয় সদস্য।

ওসীয়তের বিষয়টি পর্যালোচনা করার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) তাকে নির্দেশ দেন যে, প্রথমে আপনি নিজে ওসিয়ত করুন। পরে অন্যরাও আপনার অনুসরন করবে। আপনি এখানে জামাতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা এবং সেট আপ দেখেছেন। এখন ফিরে গিয়ে পরিশ্রম করুন এবং সেখানেও একই পদ্ধতিতে জামাতের ব্যবস্থাপনাকে মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করান।

ভদ্রলোক বলেন, তিনি জলসায় অংশগ্রহণ করে এখান থেকে অনেক কিছু শিখেছেন। তিনি প্রথম বার জলসায় অংশগ্রহণ করছেন। জলসার উপস্থিতির সংখ্যা এবং সমগ্র ব্যবস্থাপনা দেখে তিনি আশ্চর্য হন। এই সাক্ষাতপর্বটি ১টা ১৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

ঘানা

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) মাহমুদ হলে আসেন যেখানে ঘানার অতিথিদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাত করেন। ঘানা থেকে এবার ২৬ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি দল এসেছিল। দলের সদস্যরা একে একে নিজেদের পরিচয় জ্ঞাপন করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, ঘানার সদর লাজনাকে বলুন, তিনি যেন তাজনীদ পূর্ণ করেন এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লাজনাদের তাজনীদ সম্পূর্ণ করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সদস্যদেরকে ঘানার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কাজের বিবরণ জানতে চান এবং জামাতের কিছু সদস্য এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জানতে চান।

এবছর জলসায় ঘানা, আইভোরিকোস্ট, বুর্কিনাফাসো, গাম্বিয়া, সিরালিওন, কেনিয়া, তানজানিয়া এবং বেনিনের আহমদীয়া প্রেসের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। প্রত্যেকে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সামনে নিজেদের কর্মতৎপরতার রিপোর্ট উপস্থাপন করেন।

ঘানার প্রতিনিধি বলেন, এবছর তিনি ঘানার স্থানীয় ভাষায় দুই হাজার সংখ্যক কুরআন মজীদ প্রকাশ করেছেন।

অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা নিজেদের প্রেসে প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা এবং অন্যান্য বিষয়াদির রিপোর্ট পেশ করেন।

আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে রিভিউ অব রিলিজিয়নস পত্রিকার ফ্রেঞ্চ সংস্করণ এবং আত-তাকওয়কা পত্রিকার আফ্রিকান সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কিছু দেশ তাদের প্রেসের বিস্তারের জন্য আরও মিশনারির চাহিদার কথা উল্লেখ করেছেন, যার উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, যদি নিজেদের সামর্থ্যের মধ্যে থেকে অর্জন করতে পারেন, তবে করে নিন।

প্রেস প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি বেলা একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে সমাপ্ত হয়। এর পর হুযুর আনোয়ার মসজিদ ফযলে এসে যোহর ও আসরের নামায জমা করে পড়ান।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিবর্গের সাথে মধ্যাহ্নভোজ

বিভিন্ন দেশ থেকে আগত জলসায় অংশগ্রহণকারী কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সম্মানে যুক্তরাজ্যের জামাতের পক্ষ থেকে আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ

আজ জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের পক্ষ থেকে জলসায় অংশগ্রহণকারী কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সম্মানে মধ্যহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। এর জন্য গেস্ট হাউসের পিছনে একটি তাঁবু খাটানো হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাদিয়ান ও রাবোয়ার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিবর্গ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আমীর, সদর, মুবাল্লিগীন এবং জামাতের পদাধিকারীগণ।

নামাযের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁবুর মধ্যে আসেন এবং সমস্ত অতিথিবর্গ তাঁর সঙ্গে খাদ্যগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। সবশেষে হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়া করেন এবং বিশ্রাম কক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

ব্যক্তিগত পারিবারিক সাক্ষাত

২৯টি পরিবারের ১৪৫জন ব্যক্তি ছাড়া আরও ৩৭জন অর্থাৎ মোট ১৮২ জন ব্যক্তি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

এই পরিবারিগুলি ২৮টি দেশ থেকে এসেছিল। দেশগুলি হল- পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, কানাডা, সৌদি আরব, তানজানিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে, নাইজেরিয়া, আবুধাবি, যুক্তরাজ্য, ভারত, জার্মানী, হল্যান্ড, কানাডা, ইতালি, বাংলাদেশ, ঘানা, ফিলিপাইন, সুইডেন, ইন্ডোনেশিয়া, ইউগান্ডা, ইউনান, কাতার, আইভোরিকোস্ট, মরিশাস, আয়ারল্যান্ড এবং বেনিন।

৬ই আগস্ট,২০১৭

জলসা সালানার সময় বিভিন্ন দেশের অতিথিরা একদিকে যেমন হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তেমনি বিভিন্ন দেশের আমীর, সদর, মুবাল্লিগ ইনচার্জ এবং অন্যান্য জামাতীয় পদাধিকারীগণ হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে আগামী বছরের পরিকল্পনা, তবলীগি এবং তরবীয়তী পরিকল্পনা, মসজিদ, মিশন হাউস নির্মাণ , দেশের অন্যান্য পরিকল্পনা এবং আরও অন্যান্য বিষয় তাঁর সামনে উপস্থাপন করে নির্দেশনা লাভ করেন।

এই উদ্দেশ্যে আজ জামাতের পদাধিকারী এবং মুবাল্লিগদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অফিসিয়াল মিটিং ছিল। এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় বেলা সাড়ে এগারোটায়।

সর্বপ্রথম আব্দুল্লাহ্ ডুবা সাহেব (মুরুব্বী সিলসিলা, যুক্তরাষ্ট্র) হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান। ভদ্রলোক গ্যাম্বিয়ান বংশোদ্ভুত। ২০১৫ সালে যুক্তরাজ্যের জামেয়া থেকে শাহেদ পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হন। তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে মুবাল্লিগ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি গাম্বিয়া থেকে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান আর এবছর যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণের জন্য এসেছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে নিজের কাজ এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে নির্দেশনা লাভ করেন।

এরপর কাবাবীরের আমীর সাহেব হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। আমীর সাহেব এম.টি.এ আল আরাবিয়ার আরবী অনুষ্ঠানাবলী এবং আল হেওয়ারুর মুবাশ্বের অনুষ্ঠান সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে পথ-প্রদর্শন গ্রহণ করেন এবং ভবিষ্যতের অনুষ্ঠানাবলীর বিষয়ে নিজের কর্মসূচি উপস্থাপন করেন।

এরপর ডেনমার্কের আমীর সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। আমীর সাহেব বলেন, আজকাল সংবাদ মাধ্যমে সমকামিতার বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করা হয়। সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হলে তারা সেই উত্তরকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নিজেদের মত করে প্রকাশ করে দেয়। তাদেরকে কিভাবে উত্তর দেওয়া যেতে পারে? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনার বলা উচিত যে, একজন ধর্ম-বিষয়ক মন্ত্রী থাকা দরকার। আমি নিজের ধর্মীয় শিক্ষা এবং ধর্মীয় গ্রন্থ অনুসারে বলব যে, কুরআন করীম সমকামিতাকে বৈধ হিসেবে আখ্যায়িত করে না। এমনকি বাইবেলের শিক্ষাও এর পরিপন্থী আর বাইবেলও এটিকে বৈধ বলে স্বীকার করে না। আর যতদূর শাস্তির সম্পর্ক রয়েছে, হযরত লুত (আ.)-এর সমগ্র জাতিকে এই সর্বজনীন পাপের কারণে আল্লাহ্‌র তা'লার পক্ষ থেকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

এরপর সৈয়্যদ আহমদ এহিয়া সাহেব (হিউম্যানিটি ফার্স্টের চেয়ারম্যান) সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। তিনি হিউম্যানিটি ফার্স্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনার বিষয়ে পথ-প্রদর্শন গ্রহণ করেন। হিউম্যানিটি ফার্স্ট গত ২৪ বছর যাবৎ মানবতার সেবায় নিয়োজিত রয়েছে এবং এটি পৃথিবীর ৫২ টি দেশে নভিভুক্ত হয়েছে। হিউম্যানিটি ফার্স্ট ইংল্যান্ড ছাড়াও জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র , কানাডা ও প্রমূখ দেশে অসাধারণ সেবা করে চলেছে। উপরোক্ত চারটি দেশে হিউম্যানিটি ফার্স্টের সংগঠন হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পথ-প্রদর্শনে ব্যাপক পরিসরে দুঃস্থ, দুর্গত ও অভাব পীড়িতদের সাহায্য করেছে। কেবল গত এক বছরেই ১৮ টি দেশে দুর্যোগ পীড়িত এবং গৃহযুদ্ধের কবলে পড়া ৭৩ হাজার ৬৩৫ জন মানুষকে সাহায্য করা হয়েছে। তাদের জন্য খাদ্য-সামগ্রী, ঔষধপত্র এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে হাইতিতে ঝড়, ইকুয়েডরে ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, পূর্ব আফ্রিকা এবং জাপানে ভূমিকম্প, সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ, ভারতের বিহার রাজ্যে প্লাবন, নাইজেরিয়া এবং ক্যামেরুনে IDPs এবং বিভিন্ন দেশে শরণার্থীদেরও সেবা করার তৌফিক লাভ করেছে। সামগ্রিকভাবে পুরো বছরে ২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭৬ জন অভাব পীড়িত এবং নিরাশ্রয় মানুষের জন্য খাদ্য ও মৌলিক চাহিদাবলীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Water for life প্রকল্পের অধীনে এখন পর্যন্ত ২৫৪০ টি জলের পাম্প লাগানো হয়ে গেছে যার দ্বারা ৩৮ লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। Knowledge for life প্রকল্পের অধীনে হিউম্যানিটি ফার্স্ট আফ্রিকান দেশগুলিতে ২২ টি স্কুল পরিচালনা করছে। এছাড়াও নাইজেরিয়া, মালি এবং টোগোতেও স্কুল নির্মাণের কাজ চলছে। অনুরূপভাবে ২৮ টি ভকেশেনাল ট্রেনিং সেন্টার পরিচালনা করছে। এই ৫০ টি প্রতিষ্ঠান থেকে এই বছর মোট ৬৮ হাজার ১১৭ জন লাভবান হয়েছেন। আদানেও সিরিয়ান শরণার্থী শিশুদের জন্য তিন বছর থেকে শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্প অব্যাহত রয়েছে। Gift of sight প্রকল্পের অধীনে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশনার আলোকে ১৬ হাজার ৬৬ টি অপারেশন হয়েছে। এছাড়াও এবছর ৫৪ হাজার মানুষ চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তা লাভ করেছে, যার মধ্যে বিনামূলে অপারেশনও রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) গোয়োতামালায় দরিদ্রদের সেবার জন্য একটি হাসপাতাল নির্মাণের মঞ্জুরী প্রদান করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের হিউম্যানিটি ফার্স্ট ২২ বেড বিশিষ্ট একটি বড় হাসপাতাল নির্মাণ করছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) সেই হাসপাতালের নাম রেখেছেন 'নাসের হাসপাতাল'। এছাড়াও সেনেগাল, ইউগান্ডা, টোগো, ইন্ডোনেশিয়া এবং আইভোরিকোস্টেও হাসপাতাল এবং ক্লিনিকের জন্য পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। হিউম্যানিটি ফার্স্টের অধীনে বিভিন্ন দেশে ফুড ব্যঙ্ক এবং স্টোর তৈরী করা হয়েছে, যেগুলির মাধ্যমে সারা বছর মোট ৬০ হাজারেও বেশি অভাব পীড়িত মানুষকে খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

এরপর মরিশাসের মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান। হুযুর তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, মুরুব্বীদের উচিত তারা যেন নিজেরাই নিজেদের মর্যাদা তৈরী করে। বিভিন্ন বিভাগের সেক্রেটারীরা যে প্রোগ্রাম তৈরী করে, তার যথারীতিএকটি বার্ষিক সূচি থাকা উচিত। মুরুব্বীদের স্মরণে থাকা উচিত যে, কোন কোন্ দিন কি কি অনুষ্ঠান রয়েছে এবং কোন অনুষ্ঠানে তাদেরকে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া আপনাদের যে নামায সেন্টার বা মসজিদ রয়েছে সেগুলি পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের জন্য খোলা থাকা উচিত। এর জন্য যথারীতি ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যা কিছু তরবীয়ত সংক্রান্ত বিষয়াদি রয়েছে, সে সম্পর্কে তরবীয়ত সেক্রেটারীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং তাদের সঙ্গে মিলে জামাতের সদস্যদের তরবীয়তের বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। পরিণাম তৈরী করে দেখানো মুবাল্লিগদের কাজ। আপনাদের কাজ হল তবলীগ ও তরবীয়তের কাজ করা। কিভাবে করবেন তা আপনারা ঠিক করবেন। পরিস্থিতি সামনে রেখে নিজেদের প্রোগ্রাম তৈরী করুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনারা যখন দুটি পরিবারের মধ্যে মীমাংসা করবেন বা বিবাদ মেটাবেন, তখন কোন পক্ষ অবলম্বন করবেন না। কোন ধরণের পক্ষপাতিত্ব করবেন না। কোন একটি বাড়িতে বা একপক্ষের কাছে চা বা কোন খাদ্য গ্রহণ করবেন না। অন্যথায় পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগ এসে পড়বে। হুযুর আনোয়ার বলেন: যে সমস্ত জামাতের পদাধিকারীরা রয়েছেন, তাদের সঙ্গে বসে সমস্যার সমাধান সূত্র বের করুন। প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতি অবলম্বন করুন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগকে আবশ্যকীয়তার কথা বলুন।

এরপর অস্ট্রেলিয়ার আমীর সাহেব সাক্ষাত করার সুযোগ লাভ করেন। তিনি সিডনীতি জামাতের কেন্দ্রীয় মিশন এবং মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় মসরূর গেস্ট হাউস নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে নতুন পরিকল্পনা উপস্থাপন করে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে নির্দেশনা গ্রহণ করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) অস্ট্রেলিয়া পরিভ্রমণের সময় ২০১৩ সালের ৬ই অক্টোবর ঈদুয যোহার দিন এই গেস্ট হাউসের শিলান্যাস করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) নির্দেশ দেন যে, এই গেস্ট হাউস আপনারা নিজেদের খরচে নির্মাণ করবেন।

সিডনি শহর সংলগ্ন অঞ্চলে জামাতের সেন্টার এবং 'বায়তুল হুদা' মসজিদ একটি সুপ্রশস্ত জমির উপর অবস্থিত। হুযুর আনোয়ার (আই.) আমীর সাহেবকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, আপনার কাছে জমির একটি বড় অংশ ফাঁকা পড়ে রয়েছে। আপনি সেখানে পরিকল্পনা মত একটি জায়গা নির্ধারণ করে ঘর তৈরী করুন। এইভাবে মসজিদের কাছাকাছি আহমদীদের বসতি গড়ে উঠবে। পাঁচ-সাত একরের মত জায়গা নির্ধারণ করে নিয়ে বসতি এলাকা গড়ে তুলুন। যথারীতি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে এটিকে বসতি এলাকায় পরিণত করার চেষ্টা করুন। এইভাবে আপনারা এখানে ত্রিশ-চল্লিশটি ঘর তৈরী করতে পারেন। যদি আপনি চেষ্টা করে এই কাজ করতে পারেন তবে অবশ্যই করুন। এইভাবে মসজিদের সঙ্গে বসতি গড়ে উঠলে, মসজিদও আবাদ হবে। এই ঘরগুলিতে আসা যাওয়ার রাস্তা একেবারে পৃথক হওয়া উচিত। আর অফিস বিল্ডিং যেখানে ইচ্ছা তৈরী করতে পারেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: স্থানীয় আর্কিটেক্টসদের এই কাজে নিযুক্ত করুন। স্থানীয় আর্কিটেক্টস রাখার সুবিধা হল, অনেক সময় তারা প্রয়োজনে কাউন্সিল বা অন্যান্য বিভাগ থেকেই নিজেরাই অনুমোদন আদায় করে আনে আর এবিষয়ে তারা নিজেরাই চেষ্টা করে।

ক্যানবেরায় মসজিদ স্থাপনার বিষয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কয়েকটি নির্দেশ দান করেন। তিনি বলেন, নির্মাণের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়ে থাকে, সেই সময়ের ভিতরে যদি নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়ে যায়, তবে নির্মাণ শেষ হওয়া পর্যন্ত মেয়াদ বাড়াতে হয়। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এখানকার মসজিদও নিজেদের অর্থে তৈরী করতে হবে। ধাপে ধাপে তৈরী করতে হলেও কোন

অসুবিধে নেই; কিন্তু নিজেদের অর্থ থেকেই তৈরী করতে হবে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যাবতীয় পরিকল্পনা 'আমলা' (কার্যনির্বাহী) কমিটির সামনে রাখুন এবং ধাপে ধাপে নির্মাণের বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখুন, তারপরে নির্মাণ শুরু করুন।

এরপর জামাইকার মুবাল্লিগ ইনচার্জ হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান। মুবাল্লিগ ইনচার্জ বলেন, জামাইকা থেকে জলসা সালনার জন্য যে প্রতিনিধি দলটি এসেছিল, তার মধ্যে সাংবাদিকও ছিলেন। জামাইকা ফিরে গিয়ে তিনি জলসা সালানার বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করেন এবং পত্রিকায় লেখনী প্রকাশ পায়। এছাড়াও তিনি এক ঘন্টা দৈর্ঘ্যের একটি তথ্যচিত্রও প্রস্তুত করেন।

মুবল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, মসজিদ সংলগ্ন অঞ্চলে দরিদ্র মানুষেরা বসবাস করে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ঈদের সময় তাদেরকে সাহায্য করবেন। জামাইকার মানুষ কঠোর প্রকৃতির। এখানে যুক্তরাজ্যে আহমদী হওয়ার পর এদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। এছাড়াও এরাই আবার তবলীগও করে। তবলীগের বিষয়ে এরা ধুরন্ধর। খৃস্টানদের মধ্যে তবলীগ প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: তাদেরকে তবলীগ করার সময় প্রজ্ঞা অবলম্বন করুন। সেই সমস্ত খৃষ্টানদের নেতাদেরকে আহ্বান করুন এবং তাদের সঙ্গে বৈঠক করুন, ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করুন।

মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব জমাইকায় আরও মুবাল্লিগ পাঠানোর আবেদন জানান। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আগামী বছর নতুন মুবাল্লিগদের নিযুক্তি হলে বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখব। হুযুর আনোয়ার (আই.) নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন: আপনারা সেখানে হোমিও ক্লিনিক এবং প্রাইমারী স্কুল খুলুন। হোমিও ক্লিনিক এবং প্রাইমারী স্কুল খোলার বিষয়ে সমীক্ষা করুন এবং প্রোগ্রাম তৈরী করে পাঠান।

তিনি বলেন, কিংস্টন শহরে আমাদের জামাতীয় সেন্টারের প্রয়োজন রয়েছে। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখার পর নিজের রিপোর্ট পাঠান।

নওমোবাঈনদের শিক্ষা ও তরবীয়ত প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সমস্ত নওমোবাঈনদেরকে সূরা ফাতিহা মুখস্ত করতে দিন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডার জামাতকে বলুন যেন সেখানকার আনসার, খুদ্দাম সেদেশে গিয়ে ওয়াকফে আরযী করে এবং নওমোবাঈনদেরকে শেখায়।

অভাব পীড়িতদের সহায়তা প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে সহায়তা করুন। অর্থ দেওয়ার পরিবর্তে বস্ত্র দিয়ে দিবেন কিম্বা খাদ্য-সামগ্রী দিয়ে দিবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রতিষ্ঠার দিক থেকে জামাইকার জামাত এখনও প্রারম্ভিক পর্যায়েই রয়েছে। বিপদাপদ আসে; কিন্তু যেভাবেই হোক সেই বিপদাপদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। প্রজ্ঞার সাথে কাজ করতে থাকুন এবং সঙ্গে দোয়াও করুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জনসংযোগের উপর জোর দিন। মন্ত্রী, সাংসদ, পুলিশ কমিশনার, কাউন্সিলর, মেয়র এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। বিশেষ কোন উপলক্ষ্য বা অনুষ্ঠানে এমন মানুষদেরকে আহ্বান করুন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন, সম্পর্ক তৈরী করুন। ঈদ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান করুন এবং সেই অনুষ্ঠানে তাদেরকে আমন্ত্রিত করুন। অনুরূপভাবে নববর্ষ বা এই ধরণের কোন উৎসব উপলক্ষ্যে তাদের জন্য উপহার সামগ্রী পাঠিয়ে দিন। আপনাদের জন সংযোগ উত্তম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এরপর মিশরের সদর সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান। সদর সাহেব সামনে কিছু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াদি উপস্থাপন করে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে নির্দেশনা লাভ করেন। কিছু ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার খরচ এবং দরিদ্রদের সহায়তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও হুযুর আনেয়ার (আই.) নির্দেশনা দান করেন। হুযুর আনেয়ার (আই.) বলেন, দেশের আইন অনুসারে যা কিছু করা সম্ভব, তা করুন। যে সব সেবামূলক কাজ করা যায়, সেগুলি করুন।

* আজ প্যান আফ্রিকান আহমদীয়া মুসলিম এসোসিয়েশন (PAAMA)-র পক্ষ থেকে জলসায় অংশগ্রহণকারী কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সম্মানে মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর জন্য কেন্দ্রীয় গেস্ট হাউসের পিছনে একটি তাঁবু খাটানো হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাদিয়ান এবং রাবোয়া থেকে আসা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিবর্গ, আফ্রিকান দেশসমূহ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহ থেকে আগত অতিথি, আমীর, ন্যাশনাল সদর, মুবাল্লিগীন এবং জামাতের অন্যান্য পদাধিকারীগণ।

১৯৮৬ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) যুক্তরাজ্যে প্যান আফ্রিকান সংগঠনটি স্থাপনা করেন। এর প্রথম সদর ছিলেন আল-হাজ্জ ইসমাইল বিকে আডু সাহেব। তাঁর পরে ২০০৯ সালে ঈসা আহমদ বিমা সাহেব সদর হিসেবে নির্বাচিত হন। ২০১৪ সাল থেকে টমি কাহলোঁ সাহেব এই সংগঠনের সদর হিসেবে খিদমত করার তৌফিক লাভ করছেন। বর্তমানে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা হল ১০০১জন।

এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হল আফ্রিকান আহমদীদেরকে এক পতাকা তলে সমবেত করার মাধ্যমে তাদেরকে জামাতের সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা, যাতে ভবিষ্যতে এরা ইসলাম, সমাজ এবং আফ্রিকার সঠিক অর্থে খিদমত করতে পারে। অনুরূপভাবে এই সংগঠন বিভিন্ন আফ্রিকান দেশের আহমদীদের মধ্যে মতবিনিময়ের জন্য একটি মঞ্চ উপলব্ধ করে। এই সংগঠন সদস্যদের চারিত্রিক, শৈক্ষিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে এবং এমন ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যেগুলির মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ বিকশিত হয়। 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' এই সংগঠনের কর্মসূচি। এই সংগঠন যুক্তরাজ্যের জলসা সালানাতেও একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে, যেখানে আফ্রিকান দেশগুলির আমীরগণ নিজেদের দেশে জামাতের উন্নতি প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। এই সংগঠন আফ্রিকান জামাতগুলিতে মসজিদ নির্মাণ করার সৌভাগ্য লাভ করছে। এর দ্বারা বেনিন এবং বুর্কিনাফাসোয় মসজিদ নির্মাণ হয়েছে। সংগঠনের দ্বারা আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মঞ্জুরীক্রমে মৌলানা আব্দুল ওয়াহাব আদম সাহেব (মরহূমের) স্মরণে সেবার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট আফ্রিকান মুবাল্লিগ এবং ওয়াকফীনে যিন্দগীদেরকে আব্দুল ওয়াহাব পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে আফ্রিকায় অ-আফ্রিকানদের মধ্যে বিশেষ সেবাদানকারীকে মুবাল্লিগ এবং ওয়াকফীনে যিন্দগীদেরকে মৌলানা আব্দুর রহীম নাইয়ার (রা.) -এর নামে আব্দুর রহীম নাইয়ার পুরস্কার প্রদান করা হয়। (হযরত মৌলানা আব্দুর রহীম নাইয়ার (রা.) আফ্রিকায় প্রেরিত প্রথম মুবাল্লিগ ছিলেন) হুযুর আনোয়ার (আই.) এই অনুষ্ঠানে নিজের হাতে পুরস্কার প্রদান করে থাকেন।

যোহর ও আসরের নামাযের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁবুতে আসেন। সংগঠনের সদর সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে ২০১৭ সালে নির্বাচিত মুবাল্লিগ ও ওয়াকফীনে যিন্দগীদেরকে পুরস্কার প্রদান করার আবেদন করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) নিজের হাতে মহম্মদ আলি কাইরে (আমীর ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ, ইউগান্ডা), আব্দুল গনী জাহাঙ্গীর খান সাহেব (ইনচার্জ ফ্রেঞ্চ ডেস্ক) এবং হাফিজ এহসান সিকান্দর সাহেবকে (মুবাল্লিগ ইনচার্জ বেলজিয়াম) আব্দুল ওহাব আদম পুরস্কার প্রদান করেন। অন্যদিকে তিনি এনায়েতুল্লাহ্ যাহেদ সাহেব, (শিক্ষক, মজলিস নুসরাত জাহাঁ, সিরালিওন) এবং মহম্মদ আকরম বাজওয়াকে (প্রাক্তন আমীর ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ লাইবেরিয়া) আব্দুর রহীম নাইয়ার পুরস্কার প্রদান করেন।

২০১৪ সালে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মঞ্জুরীক্রমে এই পুরস্কার দান প্রকল্পের সূচনা হয়।

৭ই আগস্ট, ২০১৭

জামাতী পদাধিকারীগণ এবং মুবাল্লিগগণের সঙ্গে সাক্ষাত

সর্বপ্রথম মরিশাসের আমীর সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান। সাক্ষাতকালে হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁকে বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করে বলেন: আপনারা যুবক-যুবতীদের তরবীয়ত করুন এবং তাদের জন্য বিবাহ সংক্রান্ত বিভাগ থেকে পাত্র-পাত্রী সন্ধান করুন। আহমদীদের মধ্যেই বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয়। নতুন আহমদীদেরও তরবীয়ত করুন, যাতে তারাও আহমদী মেয়েদেরকেই বিয়ে করে।

হুযুর আনোয়ার রোজ হিল বিল্ডিং-এর বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলেন: সর্বপ্রথম এই বিল্ডিংয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচারের রিপোর্ট পাঠান এবং এর ভিত পরীক্ষা করে দেখুন। প্রথমে রিপোর্ট পাঠান, তারপরে দেখা যাবে যে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

মরিশাসে মুবাল্লিগদের থাকা এবং ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি বিষয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনারা পাবলিক রিলেশন গড়ে তুলুন। সম্পর্ক থাকা চায় যাতে ভিসার মেয়াদ বেশি করে বাড়ানো যায়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জামাত যা কিছু তবলীগি ও তরবীয়তী প্রোগ্রাম তৈরী করে, সেখানে মুবাল্লিগদের অংশগ্রহণ বাঞ্ছনীয়। একটি তবলীগি কমিটি গঠন করুন, যেখানে মুবাল্লিগগণও থাকবেন এবং যথারীতি পরিকল্পনা অনুযায়ী তবলীগি প্রোগ্রাম তৈরী করুন। মিশনারী ইনচার্জ সাহেব এই কমিটির চেয়ার ম্যান হবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: মুবল্লিগ ইনচার্জ যখন আমীর সাহেবের সঙ্গে কোন প্রোগ্রাম তৈরী করে, তখন আমলা বা কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্যের কথায় প্রোগ্রামে রদবদল

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 8 Mar, 2018 Issue No.10

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

করবেন না। আমীর যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, মুবাল্লিগ এই কাজ করবে বা এই প্রোগ্রাম পরিচালনা করবে, তখন তা বাস্তবায়িত হওয়া উচিত। মুবাল্লিগদের কাজই হল তবলীগ ও তরবীয়ত। এক্ষেত্রে মুবাল্লিগদেরকে খোলামেলা ভাবে কাজ করতে দেওয়া উচিত। যদি তাদের রাস্তায় কোন বাধা আসে, তবে তা দূর করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: তরবীয়তের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। খুদ্দামদের জন্যও তরবীয়তী প্রোগ্রাম তৈরী করা উচিত। মুবাল্লিগদেরকে তরবীয়তি প্রোগ্রামে সামিল করুন। লাজনারাও যেন তরবীয়তী অনুষ্ঠান করে।

তিনি বলেন: এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমীর সাহেব, মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব, সদর খুদ্দাম, সদর লাজনা, সেক্রেটারী তবলীগ এবং সেক্রেটারী তরবীয়তের নিয়মিত মিটিং হওয়া উচিত। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তরবীয়ত। যদি তরবীয়ত সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, তবে অন্যান্য সমস্যাবলীর সমাধানও হয়ে যায়।

তিনি (আই.) বলেন: প্রত্যেক সেক্রেটারীর উচিত নিজেদের সীমার মধ্যে থেকে কাজ করা।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনাদের সমস্ত মসজিদ পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের সময় খোলা থাকা উচিত। লোক আসুক বা না আসুক; কিন্তু মসজিদ খোলা থাকা উচিত। মানুষকে বলুন যে, পাঁচ বেলা নামাযের সময় মসজিদ খোলা থাকে। প্রত্যেক মসজিদে কাউকে নিযুক্ত করুন, যে যথাসময়ে মসজিদ খুলে দিবে। সেখানে তো বয়স্ক মানুষেরা আছেন, যারা নিয়মিত আসতে পারেন। তাদের বলুন, তারা এসে যেন মসজিদ খুলে দেয়। প্রত্যেক মসজিদের জন্য একজন খাদিম নিযুক্ত করুন, যে মসজিদকে পরিস্কার -পরিচ্ছন্নও রাখবে এবং নামাযের সময় মসজিদও খুলে দিবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনি আমীর হিসেবে নিজেও বিভিন্ন জামাত পরিদর্শনে যাবেন। আপনি সমস্ত স্থানে গিয়ে নিজে দেখুন যে, মসজিদ সময়ে খোলে কি না? মরিশাসের আমীর সাহেবের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি ১০টা ৫৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

এরপর ইউগেন্ডার আমীর সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। আমীর সাহেব আরও মুবাল্লিগীন ও মুয়াল্লিমীনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। হুযুর বলেন: স্থানীয়ভাবে নিজেদের জন্য মুয়াল্লিমীন তৈরী করুন। এজন্য তিন বছরের কোর্স আরম্ভ করুন।

মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যথারীতি পাঁচটি করে মসজিদের পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। পাঁচটি মসজিদ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, পরের পাঁচটি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করুন। মুয়াল্লিমদের জন্য প্রত্যেক মসজিদের সঙ্গে ছোট আকারে মিশন হাউসও বানিয়ে নিবেন।

আমীর সাহেব ইউগেন্ডায় জামাতী স্কুলের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন, যার উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যে স্কুল আপনারা খুলতে ইচ্ছুক, যথারীতি তার পৃথক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আমাকে পাঠিয়ে দিন।

তবলীগি প্রোগ্রামের বিষয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যারাই আহমদী হচ্ছে, তারা ঈমানের ক্ষেত্রে অবিচল হওয়া কাম্য। বয়আতে পাশাপাশি তাদের তরবয়ীয়তেরও ব্যবস্থাও থাকা উচিত।

ইউগান্ডায় জামাতের একটি সুবিশাল ভূ-খণ্ড রয়েছে, যার নাম রাবওয়াহ রাখা হয়েছে। এই ভূ-খণ্ডটির বিষয়ে আমীর সাহেব কিছু কথা উল্লেখ করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: 'রাবওয়াহর' জমিটির বিষয়ে পৃথক একটি প্রকল্প তৈরী করে পাঠান, তারপর আমি বলব যে কি করতে হবে। এই সাক্ষাতপর্বটি ১১টা ১০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

এরপর জামাত আহমদীয়া কঙ্গে কনশাসা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন, যিনি পূর্বে বুর্কিনাফাসোর মুবাল্লিগ ছিলেন, এবং সম্প্রতি তিনি কঙ্গো কানশাসা জামাতের আমীর হিসেবে নিযুক্ত হন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁকে বলেন: দেশে গিয়ে সমস্ত আহমদী সদস্যদের সঙ্গে দেখা করবেন। মুবাল্লিগ এবং জামাতের সদস্যদের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক বজায় থাকা বাঞ্ছনীয়। সেখানে এই সমস্ত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিন এবং সব সময় বিনয়ী হয়ে থাকুন। এদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে যে, যা কিছু সমস্যা দেখা দেয় তার কারণ কি? সেই কারণ সন্ধান করে সমস্যার সুরাহা করুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সেখানে সমস্ত মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিমদের সঙ্গেও সাক্ষাত করুন। তাদেরও আস্থা অর্জন করতে হবে এবং প্রজ্ঞাসহ কারে তাদের বোঝাতে হবে যে, সর্বাবস্থায় তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। সমস্ত কাজ দলগত ভাবে হওয়া উচিত। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সমস্ত কাজ হওয়া উচিত। মুবাল্লিগদের সঙ্গে মিটিং করুন, স্থানীয় মুয়াল্লিমদের সাথেও মিটিং করুন এবং তাদেরকে বলুন যে, আমাদেরকে সমষ্টিগতভাবে কাজ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সবার আগে দেখুন যে, কোথায় কোথায় কি কি সমস্যা রয়েছে। সেগুলিকে ভালভাবে বুঝুন এবং তারপরে সমাধান করার চেষ্টা করুন। পূর্বের ব্যক্তি কি কাজ করেছে এবং কিভাবে করেছে তা দেখতে হবে না। সমস্যার সমাধান করাই হল আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যটিকে আপনারা সামনে রাখুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যে সমস্ত পদাধিকারীগণ রয়েছে, তাদের অবস্থা ইউরোপ বা আফ্রিকার অন্যান্য দেশের মত নয়। তাদেকে যখন পদ দেন এবং পরে সেই পদ থেকে অপসারিত করেন, তখন তারা বিরোধীতা এবং মামলা-মোকদ্দমা শুরু করে দেয়। বিষয়টির গভীরে গিয়ে জানতে হবে যে, এর কারণগুলি কি কি এবং কিভাবে বিষয়টির সমাধান করা যায়? এই সমস্ত বিষয়ের খোঁজ খবর নিয়ে সমাধান সূত্র বের করুন। জামাতের ব্যবস্থাপনাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা আপনার দায়িত্ব। আর সকলের মধ্যে এই অনুভুতি তৈরী করা দরকার যে, আপনি তাদের জন্য সমবেদনা রাখেন। তাদের প্রতি মায়ের মত মমতাময়ী এবং পিতার মত স্নেহশীল হয়ে কাজ করতে হবে। আপনাকে একজন ভাল ব্যবস্থাপক, ভাল মুরুব্বী এবং ভাল ওয়াকফে যিন্দগী হয়েও থাকতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই ইলহামটিকে সব সময় দৃষ্টিপটে রাখবেন। ' তেরি আজিযানা রাহেঁ উসকো পসন্দ আইঁ'। অর্থাৎ তোমার বিনয়পণূ পথ তাঁর পছন্দ হয়েছে'। সেখানে স্থানীয় মানুষদেরকে যদি আপনি ভালবাসেন, তবে আপনার সমস্ত সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসবে এবং সমস্ত কাজ সহজ হয়ে যাবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রত্যেক মুবাল্লিগের সঙ্গে পৃথক ভাবেও মিটিং করতে হবে এবং একটি সম্মিলিত মিটিংও করতে হবে। মুবাল্লিগদের সঙ্গে নিজের সমস্ত মিটিং-এর বিশ্লেষণ সামনে রাখুন এবং বিশ্লেষণ অনুযায়ী পরিকল্পনা করুন।

হুযুর বলেন: আমলা বা কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গেও মিটিং করুন। তাদের আস্থা অর্জন করুন। তাদেরকে বলুন যে, কেবল পদাধিকারী হওয়া তাদের কাজ নয়, খিদমতের জন্য তাদেরকে এই পদ দেওয়া হয়েছে। 'আমলা'-র প্রত্যেক সদস্যের কাছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিকল্পনা নিন অথবা তাদের বেশি অভিজ্ঞতা না থাকলে, আপনি নিজেই স্কীম বা পরিকল্পনা তৈরী করে দিন। তরবীয়ত বিভাগ, অর্থ বিষয়ক বিভাগ, তাহরীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ- এই সমস্ত বিভাগের স্কীম তৈরী থাকা উচিত। এছাড়াও রয়েছে তবলীগ বিভাগ, তবলীগের জন্য স্কীম তৈরী করুন। 'পিগমিস' গোত্রের মধ্যে তবলীগের কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই সমস্ত অঞ্চলে তবলীগি তৎপরতা বৃদ্ধি করুন। সেখানে প্রাথমিক স্কুল খোলার বিষয়ে বলেছিল, সে বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখুন। সম্ভব হলে প্রাথমিক স্কুলের পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন। যাওয়ার পূর্বে তবশীর দফতরে কঙ্গো-র ফাইল গুলিও দেখে নিবেন এবং সেখানকার প্রাক্তন আমীর ও মুবাল্লিগ ইনচার্জের সঙ্গেও মিটিং করে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হন। তাঁদের সঙ্গে মিটিং অবশ্যই করুন; কিন্তু এখান থেকে আপনি উন্মুক্ত মন নিয়ে যাবেন। তাদের সমস্ত কথা শুনুন; কিন্তু সমস্যার কারণ আপনাকে নিজেকে খুঁজে বের করতে হবে, আপনাকে নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সেখানে স্কুল এবং ক্লিনিকের বিষয়েও প্রাথমিক নিরীক্ষণ করুন। যদি সম্ভব হয়, তবে সেখানে খোলার চেষ্টা করুন। সেখানে আদর্শ গ্রামের জন্য পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। সে বিষয়ে সমীক্ষা শেষ করে কাজ করুন। সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। জন সংযোগ বৃদ্ধি করুন, রাজনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। (ক্রমশঃ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir